৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৬ আশ্বিন – ২ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ঃ ১৪ অক্টোবর – ২০ অক্টোবর, ২০২৩

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 1, 14 October - 20 October, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রায় ১০ বছর পর কামদুনি ধর্ষণ কাণ্ডের রায় দিল

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। নিম্ন আদালতের রায়ে যাদের ফাঁসি হয়েছিল তাদের হল যাবজ্জীবন। এমনকি খালাস পেল এক ফাঁসির আসামী।

রবিবার : এক বছর আগে শিলান্যাস হলেও একটা পয়সা

না আসায় ভবন তৈরি হতে পারছে না কৃষ্ণনগরের কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের। পড়ুয়ারা ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। কবে টাকা আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সোমবার : পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে মন্ত্রী রথীন

ঘোষের পর এক সাথে সিবিআই হানা দিল ববি হাকিম ও মদন মিত্রের বাড়ি। সঙ্গে বেশ কয়েকটি পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান কর্তার অফিস ও বাসভবনে।

মঙ্গলবার : পার্ক স্ট্রিটে নতুন মেট্রো স্টেশন তৈরির কাজ শুরু

হল। এই স্টেশন জুড়বে জোকা বিবাদীবাগ লাইনের সঙ্গে। একটি সাবওয়ের মাধ্যমে যুক্ত হবে পুরোনো স্টেশনের সঙ্গে। দুই লাইনে ট্রেন বদলানো যাবে এখানে।

বুধবার : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের

নির্দেশে নতুন করে বাতিল হল ৯৪ জনের চাকরি। ৯৬ জনের মধ্যে মাত্র দুজন টেট পরীক্ষার প্রমাণ দাখিল করতে পেরেছে।

বৃহস্পতিবার : বিহারের বক্সারের কাছে রাত ১০ নাগাদ

লাইনচ্যুত হল দিল্লি–কামাক্ষ্যা নর্থ ইস্ট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। আহত হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ জনের। তার মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শুক্রবার : ১২ হাজার পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিল পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভা। এর মধ্যে ৮৪০০ জন পুরুষ, ৩৬০০ মহিলাকে নিয়োগ কড়া হবে। যদিও বিরোধীরা বলছে নিয়োগ দুর্নীতির যুগে না আচালে বিশ্বাস নেই।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সামাজিক অবক্ষয়ে আইনি সিলমোহর?

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সেই কামদুনি, উত্তর চব্বিশ পরগণার যে কামদুনির আন্দোলনে আজ থেকে প্রায় সাড়ে দশ বছর আগে কেঁপে উঠেছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। কামদুনির সেই মর্মান্তিক ধর্ষণ কাণ্ডের মামলা বারাসতের নিম্ন আদালত দিয়ে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট হয়ে প্রায় দীর্ঘ ১০ বছর পাঁচ মাস পরে কলকাতা হাইকোর্টে এসে থামে। এই মামলায় ছয় জন অভিযুক্তের মধ্যে নিম্ন আদালতে তিনজনের যাবজ্জীবন ও তিন জনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা হয়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এসে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে অভিযুক্তদের সেই সাজা শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে যায়। এমনকি দুইজনকে বেকসুর খালাসও দেওয়া হয়। হাইকোর্টের এই রায় ঘোষণার পর কামদুনি আন্দোলনের দুই প্রধান মুখ মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল সহ মৃতার ভাই প্রসেনজিৎ কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তারা টাকার কাছে আইন বিক্রি হয়ে যাবার অভিযোগও তোলেন।

এই রায় সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'কামদুনিতে ২০১৩ সালে যে মর্মান্তিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, তা শতাব্দীর এক অন্যতম নিন্দনীয় ঘটনা। এখানে কেবল ধর্ষণ বা ধর্ষণ করে খুনকরা হয় নি। নৃশংসভবে খুন করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় নিম্ন আদালত যে রায়দান করেছিল, আমার মনে হয়, সেই রায়টা উচ্চ আদালতে বহাল রাখাটাই ঠিক ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে এভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়াটা মনে হয় ঠিক হয়নি। কারণ সমাজে যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত,

কামদুনি কাণ্ড

এই রায়ের ফলে তারা উৎসাহিত হতে পারে। আমার মনে হয়, বিচার বিভাগকে আরও সচেতন হওয়ার দরকার আছে। এবং পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। কারণ এই ধরনের অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া মানে সামাজিক অবক্ষয়কে সমর্থন দেওয়া। পুলিশ চার্জশিট কি দিয়েছে, তা জানা নেই তবে, মৃতাকে যেভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং তার উপর যে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে নৃশংস খুন ও পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়েছে, তাতো সত্য। এই সত্যের উপরে ভিত্তি করে বিচার ব্যবস্থাকে আরও সজাগভাবে রায় দান করতে হবে। এমনটাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বলেন, 'জীবনে করে এসেছি শিক্ষকতা। আইনকানুন তো অত বুঝিনা। তবে বাস্তবতাটা বুঝি। একটা মেয়ে কলেজে গেল। সে বাড়ি আসতে চাইল, কিন্তু পারল না। সমাজের এটা একটা ছবি। তার কি অপরাধ, সে বাড়ি ঢুকতে পারল না? এটা এক নম্বর প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কাউকে কাউকে জেলে আটকাল আবার কাউকে ছেড়ে দেওয়া হল। এটা কি বিচারের লক্ষ্য?

এরপর পাঁচের পাতায়

ধর্ম–বর্ণে মানুষ গোনা

জাতের নামে আর একটা বজ্জাতি নয় তো

ওঙ্কার মিত্র

ভারতে যত দিন প্রতিবাদ, আন্দোলন থাকবে, ভারতীয় সমাজ যতদিন জাত–ধর্ম–বর্ণে বিভাজিত থাকবে ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবেন বাংলার দামাল কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এটা কাকতালীয় কিনা বলা মুশকিল যে সময় বিহারে মানুষের জাত গণনা চলছে ঠিক এর আশ্বিন।

১০০ বছর আগে কবি লিখেছিলেন, 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া!' আবার আর এক পংক্তিতে লিখছেন, 'এখন দেখিস ভারত জোড়া পঁচে আছিস বাসি মড়া,/মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥' বিদ্রোহী কবির এই শতবার্ষিক

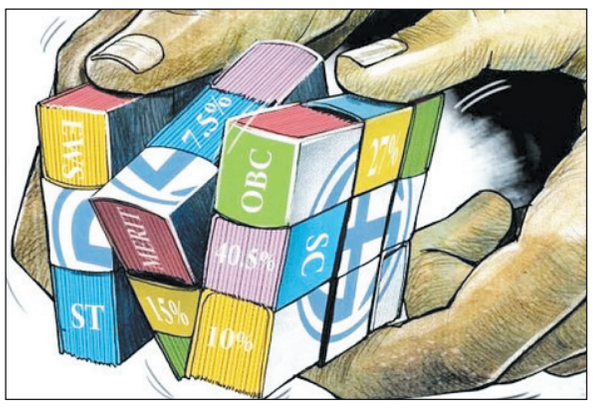

সেই সময়কালে ১০০ বছর পূর্ণ করছে কাজী সাহেব রচিত বিখ্যাত কবিতা 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'। সাল তারিখগুলো একটু মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই কালচক্রের হিসাব। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে ২০২২ সালের ৬ জুন বিহার সরকার জাত ভিত্তিক সমীক্ষার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সমীক্ষার কাজ শুরু হয় চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে। বিহারে জাত গণনার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় গত ২ অক্টোবর, ২০২৩। অন্যদিকে আজ থেকে ১০০ বছর আগে ১৯২৩ সালে নজরুল লেখেন 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' কবিতাটি। রচনার সঠিক তারিখটি জানা না গেলেও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর তাঁর 'নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা' গ্রন্থে কবিতাটি রচনার স্থান ও কাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন– 'বহরমপুর জেলে ১৯২৩ সালের ১৮ই জুন থেকে ২০শে জুলাই–এর মধ্যে লেখা।' জানা যায় গান হিসাবে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী' পত্রিকার '৪ঠা শ্রাবন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ' সংখ্যায়। পরে এটিকে বিষের বাঁশি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত করা হয়। আজ ১৪৩০–ভাবনা যে আজও কত প্রাসঙ্গিক তা সাম্প্রতিক জাত গণনায় প্রমানিত।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর একটি রাজ্যে জাত গণনা করতে হচ্ছে। এতটাই পিছিয়ে রয়েছে নিম্নবর্গের মানুষরা। বিহারের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে সংখ্যায় যারা এগিয়ে রয়েছে তারাই আসলে রয়েছে পিছিয়ে। এ শুধু বিহারের চিত্র নয়। সারা ভারতেই আদিবাসী, জনজাতি, দলিতদের একই অবস্থা। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এমন ৮৭৪টা গ্রাম আছে যেখানে এখনও উন্নয়নের আলো পৌঁছায়নি। দারিদ্র সূচক, ক্ষুধা সূচক, সুখী সূচক–এর সমীক্ষা কারা করে, কিভাবে করে, কোথায় করে এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, ন্যূনতম পানীয় জল, স্বাস্থ্য টুকুও পৌঁছায়নি তথাকথিত নিম্নবর্গদের গ্রামে। অর্থাৎ ৭৫ বছর ধরে জাতের নামে বজ্জাতিটা কিছুতেই আমরা বন্ধ করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে এখনও রয়ে গিয়েছে অস্পৃশ্যতা, ধর্মান্ধতা, কুনজরের ভাইরাস। জাতপাতের পঁচা বাসি মড়াটা নিয়ে সেই ১০০ বছর ধরে বসে আছি আমরা। এই জাত–বর্ণ সমীক্ষা যদি রোগ তাড়াতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে স্বাগত। এরপর পাঁচের পাতায়

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ক্ষতিপূরণ

বাঘে আক্রান্ত পরিবারকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ

দীর্ঘ টালবাহনার পর অবশেষে নৈতিক জয় পেল গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও বাঘে আক্রান্ত মৃতের পরিবার। অবশেষে আদালতের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা পেলেন সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃতের স্ত্রী শান্তিবালা নস্কর। গত ৩ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছেন, শান্তিবালা দেবীর স্বামী লখাই নস্কর (৩৯)বাঘের আক্রমণে সুন্দরবনের কোথায় মারা গেছেন, সেটা আদৌও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কোর কিংবা বাফার

এলাকা,যেখানেই বাঘের আক্রমণে মারা যাক ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন এটা প্রমাণ হলেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তিনি আইনও ভেঙেও থাকেন ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এপিডিআর এর উদ্যোগে এই প্রথম আদালতের রায়ে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ।অন্যদিকে আদালতের এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সুন্দরবনের মানুষ আজ দুহাত তুলে এপিডিআর কর্মীদের আশীর্বাদ জানালেন। গত বুধবার ক্যানিংয়ের সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ অফিসে ডেকে আধিকারীকরা ৫ লক্ষ টাকার চেক মৃত লখাইয়ের স্ত্রী শান্তিবালা দেবীর হাতে তুলে দেন।

উল্লেখ্য, লকডাউন চলাকালীন ২০২১ এর ১৫ নভেম্বর কুলতলির পূর্ব গোপালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা মৎস্যজীবি লখাই নস্কর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন।১৮ নভেম্বর সুন্দরবনের বেনিফেলি জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় লখাই নস্করের। কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ না পেয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবির পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারী বাসে হানিকারক বিজ্ঞাপন!

কুনাল মালিক

আপনাদের কারো চোখে পড়েছে কি না জানিনা। তবে আলিপুর বার্তার চোখে পড়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসের গায়ে শোভা পাচ্ছে স্বাস্থ্য হানিকর গুটখার বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি আমাদের চিত্র সাংবাদিক সেই চিত্র লেন্সবন্দী করেছেন জোকার সরকারি বাস ডিপোতে। আমাদের বক্তব্য হল যখন রাজ্য সরকার মাদক বিরোধী দিবস ধূমধাম করে পালন করছে এবং বিভিন্ন মাদকের কুফল বোঝাচ্ছেন। তখন সরকারি বাসে গুটখার বিজ্ঞাপন

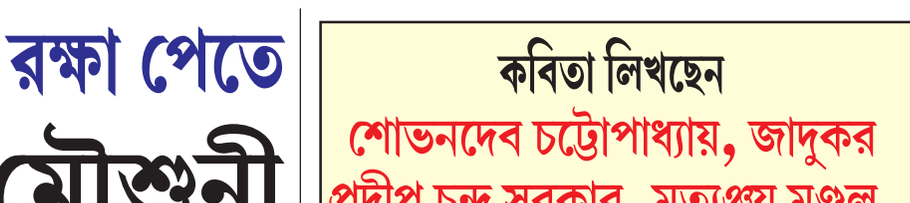

কেন? বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের মধ্যেও নেশার দ্রব্য হিসাবে গুটখাও পড়ে। এমন কি বেশ কিছু থানা এলাকার দোকানদাররাও জানিয়েছেন দোকানে গুটখা রাখতে পুলিশ নিষেধ করছে। যদিও লুকিয়ে চুরিয়ে সবই বিক্রয় হচ্ছে। তাই বলে সরকার গুটখার বিজ্ঞাপন দেবে? বিমল নামে যে গুটখার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, সেই প্যাকেটের গায়ে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে বলা হচ্ছে, পানমশলা চিবানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাহলে সেই ক্ষতিকর দ্রব্যের বিজ্ঞাপন কেন?

ছবি : অরুণ লোধ

এরপর পাঁচের পাতায়

পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ক্ষোভ

শান্তিনিকেতন সোনাঝুরি হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার বোলপুর শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট এখন বেশ জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শাল সেগুনের জঙ্গলে প্রতিদিনই হাট বসছে। বস্ত্র সামগ্রী, ঘর সাজানোর নানা আকর্ষণীয় দ্রব্য, গহনার পসরা নিয়ে হস্তশিল্পীরা এখানে হাট বসান। দেশ–বিদেশের পর্যটকরা এখানে আসছেন। সঙ্গে থাকছে

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঝুমুর নৃত্যের দল। ধামসা মাদলের তালে তালে তাদের সঙ্গে পর্যটকরাও পা মেলাচ্ছেন। বিনিময়ে নৃত্য শিল্পীরা কিছু অর্থ পাচ্ছেন। এরপর পাঁচের পাতায়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে

দুর্গা আরাধনায় মৌশুনী দ্বীপের গৃহবধূরা

অমিত মন্ডল

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে দুর্গা আরাধনায় ব্রতী হলেন মৌশুনী দ্বীপের দশভূজারা। দুর্গা পূজাকে ঘিরে এই মুহূর্তে তাদের প্রস্তুতি একেবারেই তুঙ্গে। সুন্দরবনের বুকে যখনই কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয় তখন সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নামখানার এই মৌসুনি দ্বীপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে নদী বাঁধের ভাঙন বারে বারে মৌসুনি দ্বীপের বাসিন্দাদের ঘর ছাড়া করেছে। তাই এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হলেন মৌসুনি দ্বীপের বালিয়াড়ার গৃহবধূরা।

বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপকে ঘিরে রেখেছে বটতলা, চিনাই নদী ও বঙ্গোপসাগর। একসময় মৌসুনি দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় ১০০

বর্গ কিলোমিটার। ভাঙ্গনের জেরে বর্তমানে এই দ্বীপের আয়তন কমে দাঁড়িয়েছে ৭০ বর্গ কিলোমিটারে। ভাঙ্গনের আতঙ্কে আগেই দ্বীপ ছেড়েছেন বহু বাসিন্দা। দ্বীপে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাটা এখন মেরে কেটে ৫ হাজারের আশেপাশে।

হোমস্টে টুরিজমের জামানায় বিগত বছর পাঁচেক ধরে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপ। বুলবুল, আমফান ও ইয়াশে সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত দ্বীপ গুলোর মধ্যে অন্যতম এই মৌসুনি দ্বীপ। ইয়াসের পর থেকে এই দ্বীপের নদী ও সমুদ্রের বাঁধ আরো বেহাল হয়ে পড়েছে। তারপর থেকে বাঁধ ভাঙার আতঙ্ক কখনোই পিছু ছাড়েনি দ্বীপের বাসিন্দাদের। তাই এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে এবং বাঁধ ভাঙনের হাত থেকে মুক্তি পেতে দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হলেন মৌসুনি দ্বীপের বালিয়াড়ার বেশ কয়েকটি পরিবারের গৃহবধূরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

কবিতা লিখছেন

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জাদুকর প্রদীপ চন্দ্র সরকার ,মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শ্যামলকুমার সেন, পার্থসারথি ঘোষ, সৌভিক গাঙ্গুলী, তারাশঙ্কর দত্ত ও আরও অনেকে

প্রবন্ধ লিখেছেন

ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, উমা শঙ্কর দাস ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ভাস্কর মুখোপাধ্যায় মলয় সুর, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

হাসির গল্প সুকুমার মণ্ডল

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অশোকা পাঠক, নির্মল গোস্বামী সহ আরও অনেকে

সুপ্রিয়া দেবীকে স্মরণ : ড. শঙ্কর ঘোষ

মহম্মদ হাবিবের স্মৃতিচারণায় অভিমন্যু দাস

প্রকাশিত....

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে।

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 1, 14 October - 20 October, 2023

উত্তরের আঙিনায়

সিকিমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দার্জিলিংয়ের পথে পর্যটকরা

সজল দাশগুপ্ত : সিকিম থেকে ক্রমশ মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা। ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তছনছ হয়ে গেছে উত্তর সিকিম।

অপরদিকে, দার্জিলিংয়ের পরিস্থিতি কিন্তু একেবারে অন্যরকম। পর্যটক গিজগিজ করছে। মিরিক লেক কিংবা দার্জিলিংয়ের অন্যস্থান হোক পর্যটকদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। সিকিমে যখন কার্যত পর্যটক শূন্য। ঠিক বিপরীত চিত্র শৈল শহরে।

বিপর্যস্ত সিকিমে যাওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন না কোনো পর্যটক। তার বদলে পর্যটকরা ছুটে যাচ্ছেন দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মিরিক সহ অন্যান্য জায়গায়। এমনিতেই পুজোর সময় দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের সমাগম হয়ে থাকে। এবার সিকিম বিপর্যয়ের কারণে পুজোর আগে থেকেই পর্যটকদের ভিড় জমেছে শৈল শহরে।

ভিউ পয়েন্ট থেকে ঘুমন্ত বুদ্ধকে দর্শন করবার জন্য পর্যটকদের লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই ঘুমন্ত বুদ্ধ অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দর্শন করার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষারত। সিকিম যাওয়ার রাস্তা ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের কিছু অংশ তিস্তার গ্রাসে। পূর্ব ও উত্তর যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি থাকলেও, অনেকেই সেই পথে পা দিচ্ছেন না। বরং তার বদলে দার্জিলিং যাওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাচ্ছেন পর্যটকরা। সব মিলিয়ে দার্জিলিং পুজোর আগের থেকেই জমজমাট।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিকিমের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সপ্তাহখানেক আগেও চিত্রটা একেবারেই আলাদা ছিল। সামনেই পুজো, সিকিমে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ভয়াবহ অভিশপ্ত রাতের পর থেকে উত্তর সিকিম কার্যত ধ্বংসস্তূপ।

একের পর এক বড় বড় ইমারত গুলি ভেঙ্গে ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। এদিন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আধিকারিকগণ। ভালো করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

সমতল থেকে কার্যত সিকিমের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। বাস চলাচল বন্ধ, কেবলমাত্র ছোট ছোট গাড়ি গুলি ঘুর পথে লাভা হয়ে সিকিম যাচ্ছে। এখনো প্রচুর পর্যটক আটকে রয়েছেন।

ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জোর কদমে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এদিন সমতল শহর শিলিগুড়িতে দেখা গেল ডিএসওর তরফ থেকে সিকিমের বিপর্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট এলাকায় ডি এস ওর তরফ থেকে রীতিমতো মাইকিং করে সিকিম বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের আর্থিক সাহায্য করার আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ অক্টোবর – ২০ অক্টোবর, ২০২৩

মেষ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কে মনোমালিন্য হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। শেয়ার, ফাটকা, লটারিতে বিনিয়োগ না করাই যুক্তিযুক্ত। গুরুজনদের হার্ট জনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধি ।

প্রতিকার : মঙ্গলবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই যুক্তিযুক্ত। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে গৃহে খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। চাকরিতে সমস্যা এবং উন্নতিতে বাধা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। সরকারী কর্মচারীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান সূর্যকে জল অর্পণ করুন।

মিথুন রাশি : চাকরিতে পদোন্নতি ও সাফল্যের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাভের সুযোগ রয়েছে। স্বজনের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। শিল্পীদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ ও সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আপনার চেয়ে ছোট বোনদের সবুজ চুড়ি উপহার দিন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অতিরিক্ত লাভে বিলম্ব। লেখক বা সাহিত্যিকদের লেখনী থেকে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা ও মতানৈক্য। চাকরিতে সাফল্য। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সুন্দরকান্ডের পাঠ আর হনুমানের সামনে চামেলির তেলে প্রদীপ জ্বালান।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসা–ক্ষেত্রে অন্যের প্ররোচনার শিকার হতে পারেন। চাকরিতেও সমস্যার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ এবং আইনি সাহায্যের প্রয়োজন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার : ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন, লাল তিলক লাগান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। যারা ব্যবসা বা চাকরি করেন তাদের কর্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জল ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আইনি ঝামেলা হতে পারে।

প্রতিকার : গরুকে সবুজ গাছ খাওয়ান।

তুলা রাশি : প্রশাসনিক কর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং কাজের চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। অংশীদারী ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি। ব্যবসায় আশানুরূপ থেকে বঞ্চিত। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার দেবী দুর্গাকে লাল ফুল চড়ান।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। সন্তান থেকে কোনও শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং কোনও তর্ক বিতর্কে না জড়ানোই শ্রেয়ে। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার মন্দিরে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : স্বজন বিদ্বেষ বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মকাণ্ডে মানসিক চাপ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব হতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করুন নতুবা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ কেশরের তিলক কপালে লাগান।

মকর রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। যে কোনও কর্মে পরিবারের প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। নিজের স্বাস্থ্য ও সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

প্রতিকার : শনি দেবের পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তিত নিয়ে মতানৈক্য। চাকরিতে উন্নতিতে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। জল ভ্রমণ শুভদায়ক নয়। চোখের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, ঠাণ্ডা লাগা, জরায়ু সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনি দেবের বীজমন্ত্র পড়ুন।

মীন রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর সাহায্যে নতুন কর্ম পাওয়ার সম্ভাবনা। শেয়ার মার্কেট, লটারিতে বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। বিপরীত লিঙ্গের থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার পিপল গাছে জল দিন।

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মহিলাদের হুমকি দেওয়ায় গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহিলাদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর বংশীহারী মির্জাতপুর এলাকায়। ধৃত ওই যুবকের নাম সরিফুল ইসলাম (২৮), বাড়ি বুনিয়াদপুরের রশিদপুর এলাকায়। এলাকার কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়া। দীর্ঘদিন ধরেই সে প্রশাসনের নাকের ডগায় অবৈধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও সরিফুল ইসলাম

আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় জেল খেটেছে। জানা গেছে, সোমবার রাতে বংশীহারী থানার মির্জাতপুর এলাকার একটি বাড়িতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান চলার সময় ওই যুবক মহিলাদের বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখান। মুহূর্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলে ওই যুবকের গাড়ি ভাঙচুর করে স্থানীয় মহিলারা যুবককে গণপিটুনি দিয়ে বংশীহারী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মঙ্গলবার নির্দিষ্ট ধারায় মামলার রুজু করে ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠায়।

কাজের খবর

ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে ১২৫ ফিল্ড অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে ডেপুটি ফিল্ড অফিসার (টেকনিক্যাল) পদে ১২৫ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে। কম্পিউটার সায়েন্স /ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিজ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি।

কম্পিউটার সায়েন্স/ ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা বি টেক) কোর্স পাশরা কম্পিউটার সায়েন্স/ ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল বিষয়ের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : কম্পিউটার সায়েন্স/ ইনফর্মেশন টেকনোলজি ৬০টি, ইলেক্ট্রনিক্স বা কমিউনিকেশন ৪৮টি, সিভিল–২টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ২টি।

অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ের জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : অঙ্ক ২টি, স্ট্যাটিস্টিক্স ২টি, ফিজিক্স ৬টি, কেমিস্ট্রি ৩টি, মাইক্রোবায়োলজি ১টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও বি সি 'রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মাইনে মাসে ৯০,০০০ টাকা। 'গেট' ২০২১, ২০২২, ২০২৩'এ স্কোর করে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে 'গেট' স্কোর ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে, সাধারণ 'A–4' মাপের কাগজে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন (১) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় মার্কশীট বা সার্টিফিকেটের ও স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (২) 'গেট' স্কোর কার্ডের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (৩) কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (৪) এখনকার তোলা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো।

দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে, পৌঁছনো চাই ৬ নভেম্বরের মধ্যে। এই ঠিকানায় : Post Bag No 001, Lodhi Road Head Post Office, New Delhi– 110 003.

গার্ডেনরিচে ২৪৬ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডাস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড 'ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স–আই. টি. আই.), 'ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার)', 'টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস' ও 'গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ২৪৬ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স আই টি আই), ফিটার, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই), ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, পাইপ ফিটার, কার্পেন্টার, ড্রাফটম্যান (মেকানিক্যাল), প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, পেইন্টার, মেকানিক (ডিজেল), ফিটার (স্ট্রাকচারাল), সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংলিশ), মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্ট, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কণ্ডিশনিং মেকানিক ট্রেডে এন সি ভি টি'র দেওয়া ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্ট পাশ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। তবে পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের প্রার্থীরা পেইন্টার ট্রেডে, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের প্রার্থীরা প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের জন্যও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ১২ মাসের ট্রেনিং। শূন্যপদ : ১৩৪টি।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার) : মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। নেওয়া হবে ট্রেডে : ফিটার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপ ফিটার,মেশিনিস্ট। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ ৪০টি।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার জন্য, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা সিভিল শাখার জন্যও যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ২০২১, ২০২২, ২০২৩ সালে যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরাই যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : ২৫টি।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস: মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা সিভিল শাখার জন্যও যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ২০২১, ২০২২, ২০২৩ সালে যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরাই যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। শূন্য পদ : ৪৭টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রেই বয়স গুনতে হবে ১–৯–২০২৩'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিং হবে কলকাতা ও রাঁচিতে। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিশ (ফ্রেশার)দের বেলায় স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ৬,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ৬,৬০০ টাকা। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স আই টি আই) ট্রেডের বেলায় ৭,০০০ টাকা। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় মাসে ১৫,০০০ টাকা। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় কলকাতায় কাজের বেলায় মাসে ১০,০০০ টাকা আর রাঁচির বেলায় ৯,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : APP–01/23.

শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.apprenticeship.gov.in আর গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ও টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : https://portal.mhrdnats.gov.in

এরপর দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.grse.nic.in. https://jobapply.in/grse2023app এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

চুল পড়ার সমস্যা এখন ঘরে ঘরে

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

চুল পড়তে পড়তে টাক পড়ে যাওয়া একটি অতি সাধারণ ঘটনা। পুরুষদের ক্ষেত্রেই এই টাক পড়ার ঘটনা প্রায় ৫০ শতাংশ। এমনকি কুড়ি বছর বয়সের ছেলেরাও চুল পরে টাক পরে যাবার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেহেতু আমাদের বাহ্যিক রূপের ক্ষেত্রে চুলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাই টাক পরার ফলে হীনমন্যতায় ভোগা একটি সামাজিক সমস্যাও বটে। বিভিন্ন কোষের মত চুলেরও একটা নির্দিষ্ট জীবনচক্র রয়েছে। এই জীবন চক্রের তিনটি পর্যায় রয়েছে—

১) অ্যানোজেন ফেজ বা চুল বেড়ে ওঠার বা ক্রমবর্ধমানের পর্যায়।

২) ক্যাটাজেন ফেজ চুল আর বাড়ে না একে রূপান্তরের পর্যায় বলা হয়।

৩) টেলোজেন বা বিশ্রামের পর্যায় এবং এরই পর শুরু হয়ে যায় ঝরে পড়ার পর্যায় যাকে অনেক সময় এক্সোজেনও বলা হয়।

প্রতিদিন নতুন চুল যেমন গজায়, তেমনই পুরনো চুল পড়ে যায়। সাধারণত প্রতিদিন প্রায় একশোর কাছাকাছি চুল ঝরে যেতে পারে। এর বেশি চুল পড়তে শুরু করলেই টাক পড়ার সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই চুল পড়ে টাক পড়ে যাওয়াকে অ্যালোপেসিয়া বলা হয়।

অ্যালোপেসিয়া বিভিন্ন প্রকারের

১) বয়সজনিত চুল পড়া সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুল পড়ে যাওয়া নারী পুরুষের ক্ষেত্রে এক স্বাভাবিক ঘটনা।

২) মেল প্যাটার্ন বল্ডনেস: এক্ষেত্রে কপালের দুপাশ থেকে চুল পড়া শুরু হয়ে এক M আকৃতির টাক পড়ে।

৩) ফিমেল প্যাটার্ন বল্ডনেস: মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত মাথার ওপর চুল পাতলা হতে শুরু করে এবং ক্রমশ সিঁথি চওড়া হতে আরম্ভ করে। সামনে চুলের রেখা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে

৪) অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা: যাতে মাথার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট টাক পড়ে যায়।

৫)অ্যালোপেসিয়া টোটালিস: মাথার পুরো চুল পড়ে যাওয়া।এটি এক প্রকার অটো ইমিউন রোগের কারণে মাথার সমস্ত চুল পড়ে গিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হওয়া ।

চুল পড়ার কারণ

১) বংশগত

২) হরমোনজনিত: সাধারণত গর্ভাবস্থায় বা মেনোপজের পর।

৩) কেমোথেরাপির কারণে চুল পড়ে যেতে

পারে।

৪) চুলের পরিচর্যায় অত্যাধিক কেমিক্যাল এর ব্যবহার, ঘন ঘন চুল কালার বা কসমেটিকের ব্যবহারের জন্য চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

৫) বিভিন্ন ছত্রাক সংক্রমণ, পি সি ও এস এবং থাইরয়েড এর রোগ ইত্যাদির কারণেও চুল পড়ে যেতে পারে।

৬) অনিয়ন্ত্রিত জীবনশৈলী।

চুল পড়া বা টাক পরার চিকিৎসা

১) ওষুধ : আজকাল বিভিন্ন মলম বা স্প্রের ব্যবহার করা হয়, মিনোক্সিডিল এবং ফিনাস্টারাইড জাতীয় ওষুধের কার্যকরী প্রয়োগে চিকিৎসকরা বেশ কিছুদিন ধরে করছেন।

২) হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট: বর্তমানে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করে টাক পড়ার স্থায়ী সমাধান করছেন। যদিও এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৩) অন্যান্য থেরাপি: পিআরপি অর্থাৎ প্লেটলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি, বিভিন্ন সেরাম থেরাপির প্রয়োগ চুল পড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে টাক নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগার আর কোনো কারণ নেই। মনে রাখবেন এখন মাথার চুল পুরো কামিয়ে ফেলাও এক ধরনের ফ্যাশন।

শব্দবার্তা ২৬৮

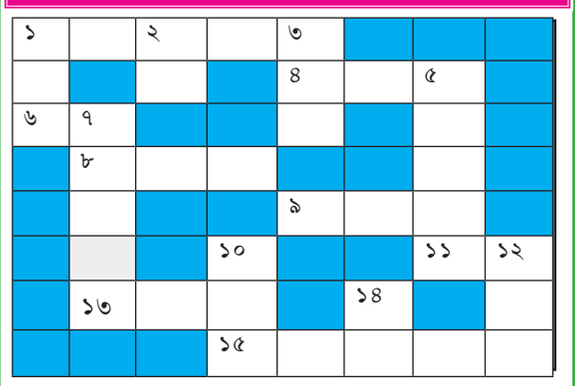

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অন্তঃ সংজ্ঞা বিশিষ্ট ৪। রঙ্গরসে পটু, আমুদে ৬। ঈঙ্গ 'পান্থনিবাস' ৮। মৃগ, কুরঙ্গণ, বিচারার্থে প্রেরণ বা প্রেরিত ১১। অভিনেতা ১৩। পার্থক্য, প্রভেদ ১৫। সমগ্র পৃথিবী।

উপর–নীচ

১। অগাধ ২। প্রয়াস, যত্ন ৩। কোমল ৫। বঙ্গীয় হ্যান্ডশেক ৭। রাজপুত রমণীদের সতীত্ব রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে আত্মোবিসর্জন ১০। শেষ, অবসান ১২। পায়চারি ১৪। বাসস্থান, গৃহ।

সমাধান : ২৬৭

পাশাপাশি : ২। আকাশকুসুম ৫। পরচা ৬। নগরাজ ৮। তলবি ৯। রসুই ১১। নিবারক ১৩। জনিকা ১৪। লটরপটর।

উপর–নীচ : ১। উপবীত ২। আচারবিচার ৩। শমন ৪। মগজ ৭। গজর গজর ১০। ইনকাম ১১। নির্মল ১২। কলাপ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

নামখানা ব্রিজে জারি নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামখানা ব্রিজ নিয়ে বড়সড় ঘোষণা প্রশাসনের। কি সেই ঘোষণা। না জেনেই যদি আপনি ব্রিজের উপরে ওঠেন তাহলে পড়তে পারেন বড়সড় বিপদে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নামখানা ব্রিজে ছবি তোলা ও গাড়ি দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো। নামখানা ব্রিজকে নো সেলফি, নো পার্কিং এবং নো স্টপিং জ্ঞান বলে ঘোষণা করা হলো প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ইতিমধ্যে ব্রিজে থাকা বাতিস্তম্ভ গুলিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। বকখালি পর্যটনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং নামখানার মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয় হুগলী সেতুর আদলে ২০১৯ সালে নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর উপর এই ব্রিজ উদ্বোধন হওয়ার পরেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়েছে। ব্রিজের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলাচলের জায়গা ও দুপাশে রয়েছে ফুটপাত।

আকর্ষণীয় এই সেতুর নিচে থাকা হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীতে মৎস্যজীবীদের ট্রলার এবং পন্যবাহী বার্জ যাতায়াত করে। ব্রিজের ওপর থেকে যা দেখতে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে নামখানা হতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর সৌন্দর্য দেখার জন্য ভিড় জমায় বহু মানুষ। তা ক্যামেরাবন্দিও করেন অনেকে। বিশেষ করে নামখানা ব্রিজ প্রেমিক যুগলদের একটি আকর্ষণীয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। বহু মানুষ এই ব্রিজের ওপর রিলসও বানিয়েছেন। অনেক সময় দেখা যেত ব্রীজের রেলিং এর ওপর দাড়িয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ছবি তুলতে যা থেকে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অপরদিকে নামখানা ব্রিজের দুইদিকে থাকা সিঁড়ির কাছে যাত্রী নেওয়ার জন্য টোটো গুলি দাঁড়িয়ে থাকতো। যার কারণে প্রায়সই ঘটত দুর্ঘটনা। এবার এগুলির বিরুদ্ধে কঠোর হলো প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এই নিয়মগুলি না মানা হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশের এমন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন সবাই।

স্কুল চলাকালীন ভেঙে পড়ল ক্লাসরুমের সিলিংয়ের চাঙড়, আহত ৩ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুল চলাকালীন ভেঙে পড়ল ক্লাসরুমের সিলিংয়ের প্লাস্টার। কোন রকমে রক্ষা পড়ুয়াদের । তবে ঘটনায় গুরুতর জখম ৩ পড়ুয়া। ঘটনাস্থল নামখানার মৌসুনি। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে নামখানা ব্লকের মৌসুনির কুসুমতলা বালিয়াড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। জখম ৩ পড়ুয়াকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে জখমরা দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। ক্লাসে ২৩ জন পড়ুয়া ছিল। যদিও সেই সময় ক্লাসরুমে কোন শিক্ষক ছিলেন না। কারণ দুর্ঘটনাটি ঘটে দুটি পিরিয়ডের মাঝখানে। বৃহস্পতিবার বেলা ১টা নাগাদ হঠাৎই ক্লাসরুমের মধ্যে বিকট আওয়াজ হয়। শিক্ষকরা এসে হতবাক, তিন পড়ুয়া মেঝেতে শুয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের উপর পড়ে রয়েছে ছাদের প্লাস্টারের চাঙড়। ছাত্র–ছাত্রীদের কান্নার চিৎকারে স্কুলে চলে আসে স্থানীয়রা।এসে দেখে স্কুলের দোতলার একটি ক্লাসরুমের সিলিংয়ের বেশ খানিকটা প্লাস্টার ভেঙে পড়েছে। কয়েকজন পড়ুয়া সেই প্লাস্টারের ভাঙা অংশের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। অন্য পড়ুয়ারা ভয়ে কাঁদছে। তড়িঘড়ি ক্লাসরুম থেকে উদ্ধার করা হয় সব পড়ুয়াকে। পাশাপাশি আহত ছাত্রদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনাকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। এরপরই শিক্ষকদের আটকে চলে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ঘর নির্মাণের অভিযোগ করেন অভিভাবকরা ।পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রাও। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ। পুলিশি হস্তক্ষেপে অবশেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিক্ষোভ তুলে নেয় অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

আগামী জানুয়ারীর মধ্যেই বেহালার রাস্তা চওড়া হচ্ছে।

–ইন্দ্রজিৎ মজুমদার

আলিপুর বার্তার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বেহালা পূর্ব কেন্দ্রের বিধান সভার সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ মজুমদার জানান, গত ১৬ই অক্টোবর '৭৩ সড়ক উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেনের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয় তা থেকে তিনি নিশ্চিত, আগামী জানুয়ারীর মধ্যে বেহালার রাস্তা চওড়ার কাজ শুরু হচ্ছেই।

এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীমজুমদারকে প্রশ্ন করেন স্থানীয় দোকানদারদের পুনর্বাসনের কি হবে? এর উত্তরে তিনি বলেন যাঁরা পুঁজিপতি ব্যবসায়ী তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্ভব নয় তবে ছোট দোকানদারদের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। দোকান ভাঙ্গার আগেই এদের ব্যবস্থা করা হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন– ডাঙার কাজ আগে পুনর্বাসন পরে। পুনরায় প্রশ্ন– এতে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাকে কি উড়িয়ে দিতে পারেন? এর উত্তরে শ্রীমজুমদার বলেন বিক্ষোভ দেখা দিলে স্থানীয় যুবশক্তি সরকারী দখলকারীর কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করবে কারণ বেহালার মানুষ এই জ্যামের কষ্ট আর ভোগ করতে পারছে না।

আমরাও এই অসহনীয় অবস্থার আশু সমাধান চাই তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলব পুনর্বাসনের কাজও ত্বরান্বিত করতে হবে। কারণ আজ ঘর ভাঙ্গা হবে আর যবে ইচ্ছা পুর্ণবাসন দেবো এটা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। যদি সত্যি সত্যি বেহালা বাসীর উপকার করতে হয় তাহলে অবিলম্বে রাস্তা নিয়ে পলিটিক্স বন্ধ করা উচিৎ। নচেৎ এম, এস, এ'র ঘোষণা হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াবে। রাজনৈতিক ঘোঁট–মঙ্গলের কবলে পড়ে আজ বেহালা রাস্তার এই হাল, নয়তো এতো দিনে রাস্তা চওড়া হয়ে নিওন লাইটে ঝলমল করে উঠ্‌তো, একথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি?

৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ২০শে অক্টোবর ১৯৭৩, ৩রা কার্তিক, ১৩৮০, শনিবার

রাতারাতি লাখপতি হল নামখানার মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটিমাত্র তেলে ভোলা মাছ। আর তাতেই লাখপতি নামখানার এক মৎস্যজীবী। মাছ বিক্রি হল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায়। প্রায় ২০ কেজি ওজনের তেলে ভোলা মাছ ধরা পড়ল নামখানার চন্দনপিড়ি এলাকার মৎস্যজীবী গোবর্ধন সামন্তের জালে।

মাছ ধরার জন্য একটি ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে গত শুক্রবার নামখানার হরিপুর খেয়াঘাট থেকে নদীতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল নামখানার চন্দনপিড়ি এলাকার বাসিন্দা গোবর্ধন। বকখালি থেকে কিছুটা দূরে কালিন্তানের কাছাকাছি তিনি মাছ ধরার জন্য জাল পাতেন। কয়েক ঘণ্টা পর নদী থেকে জাল তুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ। বিশাল আকৃতির তেলে ভোলা মাছ নিয়ে ঘাটে ফিরতেই তা দেখার জন্য ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। মাছটি বিক্রি করার জন্য ডায়মন্ড হারবারের নরেন্দ্র বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওই তেলেভোলা মাছটি ৯২০০ টাকা কেজি ধরে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। পুজোর আগে মাছ বিক্রি করে দেড় লক্ষ টাকা পাওয়ায় লক্ষ্মী লাভ হলো সামন্ত পরিবারের। স্বাভাবিকভাবেই খুশি ওই মৎস্যজীবীর পরিবার।

মৎস্যজীবী উদ্ধার করে পুরস্কার পেল নিতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গোপসাগরে ফিশিং করতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়া ১৭ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করার পুরস্কার দিল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। ফ্রেজারগঞ্জের পূর্ব বিজয় পাটি এলাকার বাসিন্দা পেশায় মৎস্যজীবী নিতাই মাইতিকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি পুরস্কৃত করা হয় ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে।

চলতি বছরের জুলাইয়ের কুড়ি তারিখে বাঘের চর থেকে ৪০ কিলোমিটার আরও গভীরে ডুবে যায় কাকদ্বীপের একটি মৎস্যজীবী ট্রলার। কাকদ্বীপের এফবি অনিক নামের একটি ট্রলারের পাটাতন ফেটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ডুবে যায় ট্রলারটি। ট্রলারে থাকা ১৭ জন মৎজীবী উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ভাসতে থাকেন। সেই সময় কিছুটা দূরেই ছিল ফ্রেজারগঞ্জের অন্য একটি মৎস্যজীবী ট্রলার এফবি নিউ অপরাজিতা। উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে বিপদগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের ভাসতে দেখে তাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেন এফবি নিউ অপরাজিতা ট্রলারের মাঝি নিতাই মাইতি সহ ট্রলারে থাকা অন্যান্য মৎস্যজীবীরা। ঝুঁকি নিয়ে উত্তাল সমুদ্র থেকে এফবি অনিক নামের কাকদ্বীপের ট্রলারের সমস্ত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে নিরাপদে নিয়ে আসা হয়।

ঝুঁকি নিয়ে উত্তাল সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবীদের উদ্ধারের জন্য অপরাজিতা ট্রলারের মাঝি নিতাই মাইতিকে পুরস্কৃত করা হল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ডিজি রাকেশ পাল পুরস্কার তুলে দেন নিতাই মাইতির হাতে।

হঠাৎ অসুস্থতায় বাড়ছে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি ২নং ব্লকের অবিনাশপুর গ্রামপঞ্চায়েতে অন্তর্গত হরিশপুর সহ একাধিক গ্রামে বারো থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরী মেয়েদের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুলতানপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। অভিভাবক আপেল মহম্মদ বলেন, টিউশনি থেকে ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুলতানপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে যায় তারপর সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু ডাক্তার বাবুরা রোগ ধরতে পারছেন না । ২২দিন ধরে এইরকম চলছে। মাথায় যন্ত্রণা, টানা খিঁচুনি হচ্ছে। সরকার কিছু সাহায্য করলে ভালো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নার্গিস পারভিন, লিয়া আপসনা বলেন, কয়েকদিন ধরে মাথা যন্ত্রণা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি বলেন, সামাজিক চাপ মানসিক চাপ থেকে এরকম হয়। একজনের থেকে আরেকজনের হয়। আগেরকার দিনে হিস্টিরিয়া বলা হতো। কাউন্সেলিং করানো দরকার মানসিক রোগের চিকিৎসক দেখানো প্রয়োজন।

সিউড়িতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি সুকান্তপল্লীতে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় এক গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃতের নাম চাঁদনী ঘোষ। বাপের বাড়ী ইন্দ্রগাছা গ্রামে। মৃতের শ্বশুর তপন ঘোষ বলেন, পাড়ায় পাড়ায় সবজি বেচতে গিয়েছিলাম। ছেলে মধুসূদনের সঙ্গে একবছর চার মাস আগে বিয়ে হয়েছিল। ঘরে কোনো অশান্তি হয় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

বাসের ধাক্কায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাইকেলে করে খাবার আনতে দুবরাজপুর যাওয়ার সময় বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ ৬০নং জাতীয় সড়কে গড়গড়াঘাটের কাছে সিউড়ি থেকে বাবুইজোড়গামী বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় এক ব্যক্তি। মৃতের নাম সুকান্ত পাল বাড়ী গড়গড়া গ্রামে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার পর থেকে বাসের চালক ও খালাসী পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ ।

সোনারপুর কামরাবাদ বাসন্তী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের মধ্যে হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ অক্টোবর কামরাবাদ বাসন্তী বালিকা বিদ্যালয় এ ব্যক্তিগত আক্রোশে একটি অপ্রীতিকার ঘটনা ঘটে গেল। অভিযোগ, শিক্ষিকা পারমিতা মন্ডল স্কুলের মধ্যে এবং স্কুল চলাকালীন ক্লাস না নিয়ে নানা ধরনের কুমন্তব্য করা পরনিন্দা জাতীয় আলোচনা করলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সেসব না করার পরামর্শ দেন। তাতে সে কান না দিয়ে আরো বেশি বেশি করে গন্ডগোল পরিবেশ তৈরি করতে থাকে। সেদিন বাধ্য হয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঘটনাটি মোবাইলে রেকর্ড করতে শুরু করেন। প্রমাণ হিসেবে সেটা কাজ করতে পারে। বুঝতে পেরে পারমিতা মন্ডল প্রধান শিক্ষিকাকে বাধা দেন এবং তার মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। উভয়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি চলতে চলতে থাকে। ব্যাপারটায় অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাও হত চকিত হয়ে পড়েন। উভয়কেই থামাবার চেষ্টা করেন। যদিও স্পষ্টতই দুটো গ্রুপ তৈরি হয়ে যায়।

স্কুলের ছাত্রীরা এই ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। স্কুলের মধ্যে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাত্রীদের মানসিকভাবে খারাপ দিকে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে পারমিতা মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা মন্ডলের বিরুদ্ধে স্কুলের বাচ্চাদের ড্রেস এবং মিড ডে মিলের হিসাব সংক্রান্ত অবৈধ তথ্য তুলে ধরেছেন। যদি সেটা এখন প্রমাণসাপেক্ষ। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি কেন দেখছেন না, এরকমএকটি মতামত এসেছে। এ বিষয়ে আমরা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা টুম্পা সরকার ও একই ওয়ার্ডের কো–অর্ডিনেটর অজিত সরকারকে প্রশ্ন করা হলে অজিত বাবু বলেন, বিষয়টা আমরা তৎপরতার সঙ্গে দেখছি। আমাদের কাছেও খবর এসেছে যে এই ধরনের অপ্রীতিকর একটা ঘটনা ঘটেছে। পৌর মাতা জানতে পেরে স্কুলের মধ্যে এসব বন্ধ করতে বলেছেন এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে কাউন্টার জিডি হয়েছে। তাতেও ব্যাপারটা থেমে থাকে নি, প্রধান শিক্ষিকা শেষ পর্যন্ত এফ–আই–আর করেছেন। যার নম্বর (১০৯৩)। কয়েকজন শিক্ষক স্কুলে না এসে, ক্লাস না নিয়ে পেন ডাউন করেন। যদি সরকারের বিরোধিতা করে আন্দোলন করতে হয়। তাহলে যেখানে আন্দোলন হচ্ছে সেখানে গিয়ে তো এসব করতে পারতেন। অভিভাবকদের প্রশ্ন, স্কুলের পরিবেশ কি এতে নষ্ট হচ্ছে না? স্কুলটা কি ইউনিয়ন করার জায়গা? স্কুল সাব ইন্সপেক্টর শৈলেশবাবুকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। টি–আই ম্যাডাম মধুমিতা মন্ডল বারংবার এস আই শৈলেশবাবুকে জানানোর পরও এখনও কোনো তদন্ত হয়নি।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করল স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ অক্টোবর শিয়ালদহ থেকে ১১টা ২০ মিনিটে পদাতিক এক্সপ্রেস চড়ে মালদহ যাচ্ছিলেন সমাজসেবী সংগঠন স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক শ্রীকান্ত বধুক ও সভাপতি ঝর্ণা মণ্ডল।

তাদের উদ্দেশ্যে মালদা শহরে একটি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে এবং সেখানকার প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যথারীতি ৬ অক্টোবর ভোর ৫.৩০ মিনিটে ট্রেনটি মালদা স্টেশনে পৌঁছায়। কিন্তু স্টেশনে নামার মুহূর্তে এক দুষ্কৃতি জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে একটি ছেলের মোবাইল চুরি করে পালায়।

এই ঘটনাটি শ্রীকান্ত বধুক ও ঝর্ণা মণ্ডল স্বচক্ষে দেখেন। এরপর তারা চিৎকার চেঁচামেচি করে দৌড়ে গিয়ে মারধর করে মোবাইল সমেত ছিনতাইকারীদের ধরে ফেলেন। শ্রীকান্ত বাবু বলেন, জীবনের মায়া ত্যাগ করে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে এমন ঘটনা এই প্রথম হল। যদিও সাথে মহিলা থাকার দরুণ ভয়ভীতি বেশি ছিল। এরপর মালদা স্টেশনে রেলওয়ে ফোর্সকে (জি আর পি) পুরো ঘটনা জানানো সত্ত্বেও তারা কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। উল্লেখ্য যে ছেলেটির মোবাইল চুরি যায় তার নাম সংগ্রাম মুখার্জী, কলকাতা যাদবপুর ইউনির্ভাসিটির ছাত্র। সে জলপাইগুড়িতে ফুটবল খেলতে যাচ্ছিল। সোনারপুরের স্বর্ণদীপ ট্রাস্টের অফিস থেকে মোবাইল ফেরত পেয়ে সংগ্রাম খুব খুশি এবং পুরো সদস্যদের ধন্যবাদ দেন।

মনিহারি দোকানের আড়ালে বেআইনি ওষুধ ব্যবসা, তদন্তে ড্রাগ কন্ট্রোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি মল্লিকগুনাপাড়ার মা সর্পধারিনী ভ্যারাইটি স্টোরের আড়ালে বেআইনি ওষুধ ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ আসে। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার ওই দোকানে তল্লাশি করে ড্রাগস কন্ট্রোল বিভাগ । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । বীরভূম জেলা ড্রাগস কন্ট্রোলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ মুখার্জী বলেন, মনিহারি দোকানের আড়ালে বেআইনি ওষুধের ব্যবসা চলছে, কোনো লাইসেন্স নেই । আমাদের অফিসার তন্ময় মন্ডল, গৌতম রায় বহু ওষুধ সিজ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার দাস ও সুমিত্রা দাস বলেন, ডাক্তার বসতো না। গ্যাসের ওষুধ,জ্বর,মাথা ধরার ওষুধ দিতো। রাত বারোটা পর্যন্ত ওষুধ দিতো। দোকান মালিক পরাজয় দাস বলেন, দীর্ঘ তিনবছর ধরে ওষুধ বিক্রি করি। দশ শতাংশ লেসে ওষুধ এনে খুচরো পয়সায় লোকজনকে দিই। ফার্মাসি করেছিলাম। স্যার বলেছেন একমাসের মধ্যে লাইসেন্স বের করে দেবেন তারপর দোকান খুলবো । ছেলে মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, বাবার কাছে লাইসেন্স ছিল না । মানুষের দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই ।

সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে সোচ্চার বাঘ–বিধবা মা, মৎস্যজীবী ও মৌলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর বৃহত্তম বাদাবন ও ঐতিহ্য মন্ডিত স্থান সুন্দরবন। জল জঙ্গল নিয়ে ৪৮টি দ্বীপে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ নানা বন্যপ্রাণী এবং বাকি ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বাস। প্রকৃতির টানে দেশ–বিদেশের পর্যটকরা সুন্দরবনে প্রতিবছর আসেন। এখানকার বহু দরিদ্র মানুষ জঙ্গলজীবী। সুন্দরবনের নদী–খাঁড়িতে নানা ধরনের মাছ ধরে, কাঁকড়া মেরে এবং জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। দারিদ্র্যই এইসব অভাবী মানুষদের জঙ্গলমুখী করেছে। বনে বাঘ, নদীতে কুমির, ডাঙ্গায় বিষাক্ত সাপ এবং সর্বোপরি দারিদ্রের সাথে লড়াই করে জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকতে হয়। প্রতিদিন অসংখ্য মৎস্যজীবী মৌলে জঙ্গলের মাছ কাঁকড়া ধরতে, মধু সংগ্রহ করতে যান এবং তাদের অনেকেই বাঘ ও কুমিরের আক্রমণে প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার পর পরিবারে বিধবা স্ত্রী তাদের সন্তান–সন্ততি নিয়ে এক দুর্বিষহ সমস্যায় পড়েন। সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষটাকে হারিয়ে বিধবা স্ত্রীরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। সন্তান–সন্ততিদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে শিশু শ্রমিকে পরিণত হয়। অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে হয় বাঁচার তাগিদে। এদের অনেকে আবার ডিঙ্গি নৌকায় মাছ কাঁকড়া ধরতে যায়। কেউ কেউ প্রলোভনের শিকার হয়ে পাচার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে।

সুন্দরবনের এই সমস্ত বা–বিধবা মায়েদের সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন বাসন্তী হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক। সুন্দরবনের ঝড়খালি, ত্রিদিবনগর, বালি, আমলামেথি, মথুরাখণ্ড, গোসাবা, পাখিরালা, সোনাগাঁ, দয়াপুর, সাতজেলিয়া, লাহিড়িপুর, চরঘেরী, লাক্সবাগান, কুমিরমারী, মোল্লাখালি, মরিচঝাঁপি সহ বিভিন্ন গ্রাম ও দ্বীপে ঘুরে ঘুরে বাঘ–বিধবা মায়েদের সাবলম্বী করার চেষ্টা করে চলেছেন অমল। আয়ের জন্য তাদের হাতে হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, মাছের চারাপোনা, সবজি চাষের জন্য দেশীয় বীজ দেওয়া হয়েছে। মশার কামড় ও সাপের দংশন থেকে রক্ষা পেতে মশারি সহ দেওয়া হয় কম্বল, চাদর দেওয়া হয়। এবছর দুর্গাপূজোর আগে মৃন্ময়ী দেবীর পরিবর্তে সুন্দরবনের বাঘ–বিধবা মায়েদের চিন্ময়ী দেবী রূপে আরাধনার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক থেকে আসা তিন শতাধিক বাঘ–বিধবা মায়েদের নিয়ে গত ৮ অক্টোবর এক মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাঘ–বিধবা মায়েদের হাতে নতুন শাড়ি, মশারি চাল, ডাল, সোয়াবীন, সরষের তেল, লবণ, হলুদ, লঙ্কা, মুড়ি, বিস্কুট, সাবান দেওয়া হয়। ঝড়খালির অপর্ণা সিয়ালি, সবিতা সানা, গোসাবার গীতা সরদার, মমতা মণ্ডল বলেন অমল বাবু সেভ টাইগার এফেক্টেড ফ্যামিলি নামে যে ছাতা তৈরি করেছেন আমরা সবাই সেই ছাতার তলায় আছি। অমলবাবু আমাদের বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছেন, মনে সাহস দিয়েছেন; এখন আমরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।

অমলবাবু বলেন, এই মিলন উৎসবের মধ্য দিয়ে শুধু বাঘ–বিধবা মায়েদের ও মৎস্যজীবী, মৌলদের পরিষেবা নয় সুন্দরবন সম্পর্কে এদেরকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। বাঘে মানুষে সংঘর্ষ নয় বরং সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করা। বাদাবন, জীব বৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণ রক্ষা করে সুন্দরবনকে বাঁচানোই আমাদের কাজ। বাঘ বাঁচলেই সুন্দরবন বাঁচবে। বাঘের আক্রমণে বহু মৎস্যজীবী মৌলেরা আহত হন। আমরা তাদের পাশে থেকে সাধ্যমত চিকিসার ব্যবস্থা করি। মাছ, কাঁকড়া ধরার সময় কিংবা মধু সংগ্রহ করার সময় বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে নানান ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এইভাবে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুহার অনেকটা কমিয়ে আনা হয়েছে। এমনকি বাঘ–বিধবা মায়েদের ড্রপ আউট হয়ে যাওয়া হতভাগ্য সন্তানদের স্কুলমুখী করা হয়েছে। সুন্দরবনের এইসব প্রান্তিক মানুষদের পরিষেবা দিতে অমল বাবুর পাশে বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এসে দাঁড়িয়েছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাঘ–বিধবা মা, মৎস্যজীবী, মৌলদের একটি মিছিল হয়। ওই মিছিলে বাঘ বিধবা মা, মস্যজীবী, মৌলেরা সুন্দরবনের বাদাবন ধ্বংসের প্রতিবাদে, নদীবাঁধ সংস্কারের দাবিতে, এবং সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র, বন্যপ্রাণ রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হন। আলোচনা সভায় সুন্দরবনের উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান তৈরির দাবিও ওঠে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৪ অক্টোবর – ২০ অক্টোবর, ২০২৩

আটান্নতে আলিপুর বার্তা

মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গাকার নিয়েই ৫৮ বছর আগে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা জনপদের আলিপুরে কিছু শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন দেশপ্রেমিক চাকুরিজীবী মানুষ সেবা ব্রতের ভাবনায় শুরু করেছিলেন এক পত্রিকা যার নাম আলিপুর বার্তা। নানা ঘাত, প্রতিঘাত, বাধাবিঘ্ন নির্ভয় চিত্তে অতিক্রম করতে পেরেছেন পাঠকদের সহমর্মিতা ও অকৃত্তিম নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণের জন্য। এই মহালগ্নে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা। অর্ধশতাব্দীর এই পথ চলায় বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে আলিপুর বার্তা। আধুনিক প্রযুক্তির পথ ধরে বাংলা ভাষার এই সংবাদপত্র এখন বাংলা ছাড়িয়ে আর্ন্তজাল জগতের হাত ধরে বিশ্বের যে প্রান্তে বাংলাভাষী পাঠক আছেন সেখানে এই পত্রিকার উপস্থিতি। সমসাময়িক অনেক পত্রপত্রিকা প্রায় একই সঙ্গে পথচলা শুরু করেছিল। কালের নিয়মে অনেক পত্রিকা হারিয়ে গেলেও বার্তা জগতে আলিপুর বার্তা এগিয়ে চলেছে। সাংবাদিকতার সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন করার নেপথ্যে রয়েছে রক্তঝরা ইতিহাস, আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা যখন সারা দেশে চালু হয়েছিল সংসদেও আলিপুর বার্তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা এবং তৎকালীন সম্পাদক ও সাংবাদিক বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ও তরুণ ভূষণ গুহকে রাজপথে রক্তাক্ত করা হয়েছিল। আলিপুর বার্তা থেমে যায়নি। একের পর এক বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রাজত্বের দুর্নীতি–কেলেঙ্কারী প্রথম ফাঁস প্রথম করেছে এবং বহু ক্ষেত্রে তথাকথিত বড় সংবাদ মাধ্যমে সেগুলিকে তাদের 'আবিষ্কার' বলে দাবি করেছে। বহু দিকপাল সাহিত্যিক, সাংবাদিক যেমন আলিপুর বার্তা পত্রিকায় লিখেছেন তেমনি অনেকের লেখার সূচনা হয়েছে এই পত্রিকার হাত ধরে।

নবীন প্রজন্মের সাংবাদিকতার ধারাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেওয়ার মুন্সিয়ানা আলিপুর বার্তার পাঠককূল লক্ষ্য করেছেন। কোন রাজনৈতিক দল নয়, রঙ নয়, ন্যায়ের পক্ষে আলিপুর বার্তা অঙ্গীকারবদ্ধ। বয়স বেড়েছে, মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে। পাশাপাশি মানুষের আস্থাকে সম্মান জানাতে আরো বেশি সচেতন ও দায়িত্ব বেড়েছে আলিপুর বার্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের। আগামী দিনে মানুষের ব্যথা, যন্ত্রণা, আনন্দ সাফল্য মানুষের কাছে তুলে ধরা, প্রশাসনের সামনে মেলে ধরার তাগিদেই আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। বর্তমান প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অপর নাম আলিপুর বার্তা। সামাজিক মাধ্যম ও ওয়েব পোর্টালে আলিপুর বার্তার জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সত্তরের দশকে একদা রাজ্য সরকার যে ফ্যাক্ট–ফাইন্ডিং রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল যেখানে আলিপুর বার্তার সাহসী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণ পুরুষ তরুণভূষণ গুহ একদশক আগে আমাদের মধ্যে শারীরিক ভাবে অনুপস্থিত থাকলেও প্রতি মুহূর্তে তাঁর অনির্বাণ উপস্থিতির উপলব্ধি আলিপুর বার্তা পরিবারের সবাই উপলব্ধি করে। ১৩ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা মহাপ্রয়াণ লগ্নে উচ্চারণ করেছিলেন দার্জিলিং–এর প্রভাতে নৌকা ডুবছে আমি সূর্যোদয় দেখব। সেই সূর্যোদয়ের সাধনাই আলিপুর বার্তার সাধনা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

জীবভাবের কারণে তাঁর ব্রহ্মভাব যে একেবারে থাকে না, এমন নয়। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় জীবভাব গ্রহণ করেন এবং আত্মস্মৃতি সংগোপনে গচ্ছিত রাখেন। জীবরূপী সত্ত্বা প্রকাশিত হলে শূণ্যরূপী আকাশসত্ত্বার আবির্ভাব হয়, যা শব্দ ইত্যাদি গুণ ও আকাশ ইত্যাদি নাম প্রকাশের উৎস হয়। তারপর কালসত্ত্বার উদ্ভব ও প্রকাশের সাথে সাথে অহংকার বা অভিমান জন্মায়, যা জগৎ সৃষ্টির মূল। অহঙ্কারময় সম্বিৎ হতে একদিকে সঙ্কল্পকারী মন, অন্য অংশে প্রবাহধমী বায়ু সৃষ্ট হয়। এরপরস ওই অহঙ্কারমণ্ডিত সত্ত্বা থেকে তন্মাত্র (শব্দ–রূপ–রস–গন্ধ–স্পর্শ), ভূত সমূহের উৎপত্তি হয়। যেমন যেমন ভূতে (মাটি, জল বা রস, তেজ বা অগ্নি, বায়ু, আকাশ– এই পঞ্চভূতে) যেমন যেম অহংকার সম্পুটিত হয়, তেমন তেমন দেবতা এবং জীবের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মরূপী মহাবায়ু হতে চতুদশ ভুবন এবং যাবতীয় প্রাণী সৃষ্ট হয়। চিৎ শক্তির স্ফূরণে জীবসমূহের শরীর উৎপন্ন হয়। আকাশতন্মাত্রা হতে প্রথমে শব্দ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। সেই চিৎ শক্তিতে তারপর সৃষ্টি হয় স্পর্শ তন্মাত্রা, যাঁর প্রভাবে একান্ন সংখ্যক বায়ুর বিস্মৃতি ও প্রাণিসমূহের স্পন্দনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মের চিৎশক্তির বিলাসক্রমে যে তেজ উৎপন্ন হয় তা সূর্য্য, অগ্নি, সৌদামিনী ইত্যাদি ভৌতিক রূপ ধারণ করে এবং তাতেই রূপ বোধ সম্পন্ন হয়। এই জগৎকে যে রূপময় দেখা যায়, তা ওই তেজ–তন্মাত্রার ক্রিয়ার দরুণ সম্ভব হয়। ব্রহ্ম মন রূপে সঙ্কল্প করে জলময় দেহ ধারণ করেন, তার রস আস্বাদন করার জন্য। রস তন্মাত্রা দ্রব পদার্থের মূল। ব্রহ্মের বিলাস ক্রমেই গন্ধ গ্রহণের ইচ্ছার পরিপোষণে গন্ধ তন্মাত্রার রচনা হয়, যার দরুণ ধরিত্রীর উদ্ভব সম্ভব হয়। এই ভাবে ব্রহ্মের এক হতে বহু হওয়ার বিলাসে তাঁরই শক্তিতে (যা চিৎ শক্তি নামে কথিত)। নানা সত্ত্বার প্রতীতি নিয়ে তিনিই ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন। যে পর্য্যন্ত প্রলয় না হয়, চিৎশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের মূল যে তিনি, তা অজানা–অচেনাই থেকে যায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

রাজনীতি ঢের হয়েছে, এবার কাজ হোক

নির্মল গোস্বামী

বাংলার রাজনীতি এবার বাংলার সীমা ছেড়ে দিল্লিতে পৌঁছে গেল। অভিষেকের ধরণা আর কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় তা সংবাদের আকর হয়ে উঠেছে। ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ, ঘটনার অভিঘাত এবং ২৪শের ফাইনালে তার কার্যকারিতা ইত্যাদি নিয়ে মিডিয়া সরগরম। অতিবৃষ্টিতে দুদিনে তিনজন শিশু সহ পাঁচজনের অকাল মৃত্যু হল মাটির দেওয়াল ভেঙে। তৃণমূলের দিল্লি যাত্রার নতুন উপকরণ হাতে এলো। যুব নেতা বলে দিল এই মৃত্যুর দায় নরেন্দ্র মোদীর। আবাস যোজনার টাকা আটকে দিয়েছে তাই গরীব লোকের ঘর হয়নি। তাই মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে পাঁচজনের মৃত্যু হল। আসামী মোদী। এটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। এই ঘটনায় খুব ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ীতে দিদিমা, মাসিমারা সব নানা রকমের গল্প বলতেন। প্রতিটি গল্প যখন শেষ হতো, তখন ছড়ার মতো ঘটনার বর্ণনা দিত। যেমন আমার গল্পটি ফুরোলো/নটে গাছটি মুড়োলো/কেন রে নটে মুড়লি?/তোর গরু কেন খায়?/কেন রে গরু খাস?/তোর বউ কেন ঘাস কাটে না/কেন রে বউ ঘাস কাটিস নি/ঘাস কেন জন্মায় না?/মেঘ কেন জল দেয় না/কেন রে মেঘ জল দিস না?/ব্যাঙ কেন ডাকে না?/কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না?/সাপ কেন খায়?/কেন রে সাপ খাস?/খাবার ধন খাবনি, গুড়গুড়িতে যাব নি।– মরাল অব দ্য স্টোরি কি বোঝা গেল? সেটা হল যে অনেকের ব্যর্থতার দায় একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। মাঝ খানে যারা থাকল তারা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পার পেয়ে গেল। ৩টি শিশুর অকালে প্রাণ কেন গেল? না তারা মাটির ঘরের পাশে খেলছিল বলে? মাটির দেওয়াল কেন পড়ল? অতি বৃষ্টির কারণে? ওই পরিবারের মাটির বাড়ী কেন? পঞ্চায়েত থেকে পাকা ঘর দেওয়া হয়নি কেন? না মোদী ঘর দেওয়ার টাকা আটকে দিয়েছে? মোদী কেন টাকা আটকেছে? না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর 'ঘর' নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে, হিসাব পর্যন্ত দেয়নি ফলে আমার হিসাব চাওয়া কর্তব্য। পাবলিক মানি নয় ছয় হচ্ছে। এটা দেখা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। হিসাব রাজ্য সরকার দিয়েছে কি দেয়নি তা রাজ্যবাসী জানে না। তবে বিভিন্ন সময়ে এই প্রধানমন্ত্রীর আবাস নিয়ে যে অনিয়ম হয়েছে তা বার বার সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে।

গ্রামবাংলার মানুষ মাত্রেই জানে পঞ্চায়েতের যে কোনো প্রকল্প কার্যকরী করার পিছনে কতটা রাজনীতি থাকে। যে পাড়ার ভোট কম পায় শাসক দল সে পাড়ার রাস্তা হয় না। অন্য দল করলে জব কার্ড দেওয়া হয় না। ঘর দেওয়া হয় না। পঞ্চায়েতের মধু পেতে গেলে বাবুদের দল করতে হয়। ফলে গ্রামগঞ্জের যে উন্নয়ন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয় সেটা হয় দলীয় উন্নয়ন। প্রকৃত অর্থে সামাজিক উন্নয়ন হয় না। শোনা যাচ্ছে জব কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করতেই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ জবকার্ড বাতিল হয়ে গেছে। এই যে এতো ভুয়ে জব কার্ড ছিল তা কি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে? নাকি দলের নেতা কর্মীরা মেরে খাচ্ছিল? ভুয়ো জব কার্ডের টাকা ওই বাঁকুড়ার মাটির ঘরের লোকেদের কাছে যেতো না। পার্টির দাদাদের পকেটে ঢুকতো। তাহলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাদের উন্নয়ন হয়? পার্টির লোকেদের। আমরা দেখেছি আয়লার টাকা কারা পেয়েছিল? আর প্রকৃত কাদের পাওয়ার কথা ছিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় বন্যার সময় যখন অন্যান্য রাজ্যের ছবি দেখি তখন মনে হয় দেশে এখনও কেন মানুষ ঝুপড়িতে বসবাস করে? প্রতি বছর কোটি কোটি গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারী টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, সেই টাকা যাচ্ছে কোথায়? কাদের ঘর হচ্ছে? আমাদের রাজ্যে দেখেছি তিনতলা বাড়ির মালিকের নামে ঘর এসেছে। আবার দেখা যাচ্ছে কেউ আবাস যোজনার টাকায় দোকান ঘর করেছে। এই যে গ্রামেগঞ্জে এতো চুরি, দুর্নীতি এই সব করতে মোদী বা মমতা কি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে? তা যে নয়, তা আমরা জানি। তৃণমূলের জামানায় প্রায়ই দেখা যায় বিরোধী দলের টিকিটে জিতে, উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। আসলে ঠিক বলে সব লোকজন। তারা সমাজের উন্নয়ন নয় নিজেদের উন্নয়ণের স্বার্থেই শাসক দলে যোগ দিচ্ছে।

এই যে সার্বিক অবক্ষয়, এ কিন্তু একদিনে বা এক সরকারের জমানায় হয়নি। ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ জীবনে এই রোগ বাসা বেঁধেছে। বাম আমলের চিত্র : গ্রামের বড়লোক, তার দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে পাড়ার এক মহিলা অভাবের জ্বালায় ঝিয়ের কাজ করে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে যাদের বাড়িতে কাজ করে তাদের বিপিএল রেশন কার্ড, আর যে মহিলা ঝিয়ের কাজ করে তার এ পি এল রেশন। এই যে অন্যায় বিচার পঞ্চায়েত মারফত হয়েছে এর জন্য কিন্তু সামাজিকভাবে প্রতিবাদ নেই। ব্যক্তিগত স্তরেও কোন অনুশোচনা নেই। পার্টির লোক হলে তারা অবৈধ সুযোগ পাবে এটা স্বতঃসিদ্ধ প্রায়। তাই মাটির বাড়ি ভেঙে শিশু মৃত্যু হলে স্থানীয় আধিকারিক বা পঞ্চায়েত বাবুদের দোষ হয় না। সরাসরি মোদীর গায়ে ঢিল মারার মক শো করা হয়। যেন ঐ জেলায় ঐ গ্রামে এবং আগে যত জনকে ঘর দেওয়া হয়েছে, তারা সকলেই ঐ ভেঙে পড়া ঘরের বাসিন্দার থেকে আরো খারাপ ঘরে বাস করত। এটা কি সত্যি? অর্থনৈতিক অবস্থা না কি রাজনৈতিক প্রভাব? নাকি বিরোধী বৈরিতা কাজ করে বিলি ব্যবস্থায়।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী একবার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। একজন ইংরেজ বয়স্ক মহিলা গোলপার্কে এসেছিলেন। বছর দুই ছিলেন। এর মধ্যে একদিন মহারাজকে বললেন, দেখুন মহারাজ আমার দেশের সরকার আমাকে বার্ধক্য ভাতার যোগ্য মনে করেছে এবং ভাতা দিয়েছে। সেই খবর পাঠিয়েছে।

ভাবতে ভালো লাগে যে দলাদলি নেই। ধরা ধরি নেই। সরকারী সাহায্য আপন নিয়মে তার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আবাদের রাজনৈতিক পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে। তাকে শুদ্ধ করতে পারিনি। মনে হয় কোন দলই তা চায় নি। আমাদের রাজনীতির সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ক্ষমতা দখল এবং স্বজন পোষণই একমাত্র লক্ষ্য। বিরোধীরা সকলেই শত্রু। এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন। হতে পারে তারা দলের শত্রু কিন্তু দেশের শত্রু তো নয়। সামাজিক ন্যায় পাবার অধিকার সব দলের কর্মী সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষদের সমান– এই কথাটা ভুলে থাকে। তাই সরকারি ক্ষমতায় বা দলে থাকা মানেই নিজের উন্নয়ন করে নেওয়া। এক কথায় গুছিয়ে নেওয়া। পাশের পরিবারের অধিকার রক্ষা করা নয়। এইভাবে চললে আগত ৫১ বছর পরেও দেখা যাবে ভগ্ন প্রায় মাটির ঘরে মানুষ বাস করছে। সরকারী কাজের ধরন পাল্টাতে হবে। পঞ্চায়েতের সার্ভে রিপোর্ট নয়, কেন্দ্রীয় অফিসাররা গ্রামে ঘুরে দেখে স্পটেই টাকা মঞ্জুর করুন। এতে দুর্নীতি কমবে এবং একটা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। সঠিক উপভোক্তার কাছে পৌঁছাতে পারলে সরকারী টাকা নয় ছয় হবার সম্ভাবনাও কম হবে।

দেশ দেশান্তরে

অন্ধকারের যাত্রী

প্রণব গুহ

দিল্লিতে যখন জি–২০ সম্মেলনে এক পৃথিবী–এক পরিবার–এক ভবিষ্যত'এর ভাবনা লালিত হচ্ছে, যুদ্ধ বিরোধী যৌথ বিবৃতি ঘোষিত হচ্ছে তখন সম্ভবত সুড়ঙ্গ পথে ইসরায়েলে হামলার উদ্দেশ্যে মিসাইল সাজাচ্ছিল প্যালেস্টিনিয় জঙ্গী গোষ্ঠী হামাস। জানা যাচ্ছে সিঁধ কেটে মাটির তলা দিয়ে অতর্কিতে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে হামাস যা হতচকিত করে দিয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিশালী গুপ্তচর সংস্থা বলে পরিচিত ইসরায়েলের মোসাদকে। তবে সকলে একে যুদ্ধ বলে অভিহিত করলেও আসলে এটাকে বিবাদ বলাই শ্রেয়। কারণ যুদ্ধ হয় দেশে দেশে। এই সংঘর্ষ হচ্ছে একটি জঙ্গী গোষ্ঠীর সঙ্গে।

ইতিহাস বলছে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের বিবাদ মূলত ধর্মীয়। দুটি দেশ ভাগও হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। অনেকটা ভারত পাকিস্তানের মত। ফলে ভাগ হওয়ার পর থেকেই চলে আসছে ইহুদি এবং মুসলিমদের মধ্যে টক্কর। প্যালেস্টাইনের বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ে ইহুদিদের শক্তিশালী ইসরায়েল জন্ম নেওয়ার পর বাকি অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এই দুর্বলতা থেকেই বার বার তৈরি হচ্ছে সংঘর্ষের বাতাবরণ। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে প্যালেস্টাইনের জঙ্গিপনা। ফলে দুদেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারতের মত প্যালেস্টাইনের ইতিহাস আক্রমণ ও আগ্রাসনে বিদীর্ণ। বৈদেশিক শাসন, ধর্মের গোঁড়ামি, দেশভাগ, জঙ্গী কার্যকলাপ প্যালেস্টাইনকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারের দিকে। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে আলোয় আসার পথ। অন্যদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ইসরায়েল নিজেকে প্রতিরক্ষায় এতটাই শক্তিশালী করে তুলেছে যে অন্যদের এঁটে ওঠা মুশকিল। দেখে নেওয়া যাক প্যালেস্টাইন ইসরাইল বৈরিতার গভীরতা।

১৯১৭ : বালফোর ডিক্লারেশনে ইহুদি ভূমি গড়ার ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি। **১৯৩৩–৪৫ :** ইউরোপ থেকে ইহুদি শরণার্থী প্যালেস্টাইনে আসায় ইহুদি–মুসলিম সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। **১৯৪৭ :** রাষ্ট্রপুঞ্জের ভোটাভুটিতে ঠিক হয় প্যালেস্টাইনকে দুভাগ করে ইহুদি ও মুসলিমদের জন্য আলাদা ভূমি দেওয়া হবে। যদিও তা নাকচ করে দেয় মুসলিমরাই। **১৯৪৮ :** প্যালেস্টাইন থেকে সরে যায় ব্রিটিশ। **১৯৪৯ :** সংঘর্ষ বিরোধী ও সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং পূর্ব জেরুজালেম জর্ডনের সাথে যুক্ত হয়। গাজার দখল নেয় মিশর। **১৯৬৪ :** ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গঠিত হয় প্যালেস্টিনিয় লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও। **১৯৬৭ :** ৬ দিনের যুদ্ধে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, পূর্ব জেরুজালেম, গাজা দখল করে নেয় ইসরায়েল। **১৯৮৭ :** গড়ে ওঠে হারাকত অল মুকাওয়ামা অল ইসলামিয়া বা হামাস। **১৯৯৩ :** অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে স্বাক্ষরিত হয় ইসরায়েল ও পিএলও–র মধ্য স্বাক্ষরিত হয় অসলো চুক্তি। **১৯৯৪ :** গাঁজা স্ট্রিপ ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের কিছু অংশ মুসলিমদের আয়ত্তে আসে। **২০০০–২০০৫ :** ইসরাইলিদের ধর্মস্থানে যাওয়া নিয়ে শুরু হয় দুপক্ষের তুমুল গোলমাল। **২০০৫ :** গাজা থেকে পুরোপুরি সরে আসে ইসরাইলি সেনা। **২০০৬ :** প্যালেস্টাইনের আইনসভা হামাস দখল করে। **২০০৮–৯ :** গাজা থেকে হামাসের রকেট হামলার প্রতিবাদে ইসরায়েল অপারেশন কাস্ট লিড করে। **২০২১ :** প্যালেস্টিনিয়দের ধর্মীয় স্থান দামাস্কাস গেট প্লাজায় যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয় ইসরায়েল। **২০২২ :** গাজায় ইসরাইলি এয়ার স্ট্রাইকে নিহত হয় জিহাদ কমান্ডার। সীমান্তে কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করে ইসরায়েল ও মিশর। **২০২৩ :** ৭ অক্টোবর অতর্কিতে ইসরায়েলে রকেট হামলা চালায় হামাস। পাল্টা আক্রমণে ইসরায়েল যা এখনও চলছে। এসবের মাঝে হামাস ইসরায়েল দ্বন্দ্বে ভাগ হয়ে গিয়েছে পৃথিবী। মধ্য এশিয়ার দেশগুলো পাশে দাঁড়াচ্ছে হামাসের। আবার ইউরোপ চলে গেছে ইসরায়েলের দিকে। ভারতকে যেহেতু ইসরায়েলের মত জঙ্গিপনা সামাল দিতে হয় তাই ভারত স্বাভাবিক ভাবে হামাসের জঙ্গিপনার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল ভারতের রাজনীতিকেও দুভাগে ভাগ করে দিচ্ছে এই দ্বন্দ্ব। শাসক দল যখন ইসরায়েলের পক্ষে জঙ্গিপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে তখন বিরোধীরা দাঁড়াচ্ছে প্যালেস্টাইনের পক্ষে যা প্রকারান্তরে জঙ্গি কার্যকলাপকে মদত দেওয়ার শামিল। অথচ চিরকাল জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শাসক বিরোধী এক জোট হয়ে লড়েছে ভারতে। এবার তার অন্যথা হওয়ায় ভারতের রাজনীতিতে একটা অশনি সংঙ্কেত বয়ে আনছে।

এবারে পুজোর বাজারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মন্দাসুর

শক্তি ধর

বৃষ্টি–বাদল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ–ভোগ ডিঙিয়ে দুর্গা পুজো যখন ধীরে ধীরে বঙ্গে ঢুকছে তখনই আশায় বুক বাঁধছিল সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকা ছোট ও মাঝারি খুচরো বাজার। এবার হয়ত ফিরে আসবে করোনার আগের পরিস্থিতি। কিন্তু হায়, সব আশায় ছাই দিয়ে অসুর রূপে ফিরে এল সেই মন্দাই। গত বছরের থেকে আরও ভয়ানক চেহারায় আগমন এই মন্দাসুরের। এমনই প্রভাব যে তার রোশ থেকে বাদ যাচ্ছে না বড় বড় কোম্পানিগুলিও। প্রায় সকলেই গত বছরের ৫০ শতাংশ টার্গেটও এখন পর্যন্ত পূরণ করতে পারে নি। অন্যদিকে অনলাইনের থাবা অনেকদিন থেকেই পড়েছে খুচরো মার্কেটে। মন্দার বাকিটা এবার খেয়ে নিয়েছে মল। উচ্ছিষ্ট যা পড়ে রয়েছে তাই নিয়ে টানাটানি চলছে ফুটপাথের হকার আর দোকানদারদের মধ্যে।

খোদ কলকাতার গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, হাতিবাগান, কলেজস্ট্রিট, শিয়ালদা সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মন্দাসুরের দল। এমন কি বড়বাজারেও এবার পড়েছে মন্দাসুরের দাপট। পুজোর বাজার সেখানেও হতাশ করেছে বিক্রেতাদের। যে বাজার মহালয়ার এক মাস আগে মানুষের ভিড়ে থিক থিক করার কথা তার দেখা মিলছে সাত দিন আগে। এখন তো অতিরিক্ত গিলে বদহজমের জোগাড়। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলি ও গ্রাম বাংলার শহরগুলোতেও একই চিত্র।

বর্ধমান থেকে আমাদের প্রতিনিধি দেবাশিস রায় জানাচ্ছেন : চারিদিকে শারদোৎসবের প্রস্তুতির চূড়ান্ত ব্যস্ততা চলতে থাকলেও সাধারণ ছাপোষা পরিবারগুলির আর্থিক অনটনের জেরে রাজ্যজুড়ে দুর্গাপুজোর বাজারে মন্দার আবহ। পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল যে বহু পরিবার এখনও পর্যন্ত ন্যূনতম কেনাকাটাও করতে পারেনি। এমনকি, রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর থেকে গ্রামগঞ্জ সর্বত্রই কার্যত একই করুণ পরিস্থিতি। শহরাঞ্চলের গুটিকতক ঝাঁ চকচকে দোকান কিংবা শপিং মল বাদ রেখে পুজোর বাজারে বেচাকেনার হালহকিকতের খোঁজ নিতে গেলে একপ্রকার হতাশার চেহারাটাই ফুটে উঠছে। জেলার সদর শহর বর্ধমান সহ দুই মহকুমা শহর কাটোয়া এবং কালনার পাশাপাশি তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া তথা ছোটো শহর দাঁইহাট, মেমারী, গুসকরার একাধিক বাজারে পুজোর বেচাকেনায় সিংহভাগ ব্যবসায়ীর চোখেমুখে হতাশার ছাপটাই প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। অবশ্য যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু কিছু মানুষ ঝাঁ চকচকে শপিং মলগুলি সহ অনলাইন সিস্টেমে বাড়ি বসে কেনাকাটায় উৎসাহী হলেও বাদবাকি বিপুল সংখ্যক সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষ এখনও ছোটোখাটো দোকান সহ ফুটপাতের স্টলগুলি থেকে কেনাকাটা করে থাকেন। এই বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষগুলির জন্যই ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা বাড়তি কিছু উপার্জনের আশায় এসময় মুখিয়ে থাকেন। কিন্তু, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা। একে তো ছাপোষা সাধারণ পরিবারগুলিতে আয়ের সীমাবদ্ধতাতার ওপর ঘরে ঘরে কর্মহীন মানুষের সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। এই সীমাবদ্ধ আয়ে সংসার চালানোটাই বেশিরভাগ পরিবারের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং। একাধিক মহলের মতে, রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প নেই, চাকরি নেই। অসংখ্য সাধারণ মানুষের হাতে কাজ না থাকার কারণে পরিবারগুলি আর্থিক কষ্টে ভুগছে। সেই ধাক্কা এসে লেগেছে পুজোর বাজারেও। কাটোয়া শহরের দীর্ঘদিনের বস্ত্র ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ নন্দী বলেন, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ক্রমাগত দাম বাড়ছে। যেসকল মানুষ আমাদের মতো সাধারণ দোকানে কেনাকাটা করেন তাঁদের বেশিরভাগেরই হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ নেই। ফলে সেই প্রভাব বাজারে পড়ছে। এরই পাশাপাশি বহুজাতিক শপিং মলগুলিতে জিনিসপত্রের প্রচুর স্টকের পাশাপাশি অনলাইন শপিংয়ের একটা ধাক্কাও আছে বলে ব্যবসায়ীদের অনেকেই জানিয়েছেন। সারাবছর ফুটপাতে যাঁরা কারবার করেন তাঁদেরও একাংশ এবারের পুজোর কেনাকাটার হাল দেখে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন।

সপ্তাহের বাছাই

উত্তরবঙ্গ থেকে আমাদের প্রতিনিধি জয়দীপ মৈত্র জানাচ্ছেন : হাতেগোনা আর কয়েকদিন, তারপরেই শুরু হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। এখন কুমোরটুলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যস্ততা তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই পুজোর কেনাকাটা শুরু করে দিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। তবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত জায়গা গঙ্গারামপুর সহ পুরো জেলা জুড়ে অধিকাংশ ক্রেতাদের ভিড় দেখা যাচ্ছে বড় বড় শপিং মলে। তুলনামূলকভাবে সেই অর্থে ভিড় নেই ছোট মাঝারি কাপড়ের দোকানে। করোনা প্রকোপের কারণে গত দুবছর ব্যবসা হয়েছে নাম কে ওয়াস্তে। ব্যবসায়ীদের আশা ছিল যে এবছর পুজোতে ভালো বিকিকিনি হবে। কিন্তু মলের দাপটে দিশেহারা ছোট মাঝারি দোকানীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি, সাধারণত পুজোর প্রায় দুমাস আগে থেকে বেচাকেনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবছর আর ১০ দিনও বাকি নেই। অথচ ক্রেতার দেখা নেই। গতানুগতিকভাবে ব্যবসায়ীদের আশা ছিল মাসের শুরুতে মাইনে পেয়ে অনেকে কেনাকাটা শুরু করবেন। কিন্তু সেই লক্ষ্মণও নেই এই বছর। ক্রেতারা আর্থিক সঙ্কটের কারণে কেনাকাটা করছেন না, এমনটা নয়। অধিকাংশ ভিড় হচ্ছে বড় বড় শপিং মলে। ছোট মাঝারি দোকান কার্যত ফাঁকা হয়ে থাকছে। তার মধ্যে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের দাবি, মলগুলি নানান রকম অফার দিচ্ছে। যার জন্য ক্রেতারা সেখানে চলে যাচ্ছেন। অথচ ক্রেতাদের অনেকে এটা বুঝতে পারছেন না যে সামগ্রীর দামের ক্ষেত্রে অনেক ফারাক থাকছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর এর এক ছোট কাপড় ব্যবসায়ী বলেন, সারা বছর টুকটাক বিক্রি হলেও বেশি বিক্রি হয় পুজোর সময়েই। এই বছর পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি কিন্তু দেখা নেই ক্রেতাদের। কেনাকাটাতে বিশেষ ছাড় দেওয়ায় সব ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছে বড় বড় শপিং মলে।

উত্তর ২৪ পরগনার প্রতিনিধি কল্যাণ রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, দমদম, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, হাবড়া, বনগাঁর মতো বড় বড় বাজার গুলিতেও চলছে সপিং মলের দাপট। খুচরো ও মাঝারি দোকানদার থেকে ফুটপাথের হকাররা ইতিমধ্যেই চরম অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তারা ভেবে পাচ্ছেন না মাত্র ৭–১০ দিনের বাজারে কেমন করে উঠবে সারা বছরের খোরাক। অপরপ্রান্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, আমতলা, বারুইপুরে চিত্রও প্রায় এক।

হাওড়া থেকে অশোক সেন জানাচ্ছেন, ময়দান মার্কেটের ব্যবসা গতবারের থেকেও খারাপ। চৈত্র মাসের সেলের বাজার কিছুটা চাঙ্গা থাকলেও পুজোর বাজারের অবস্থা নিতান্তই খারাপ। মাস খানেকের বাজার ১০–১২ দিনে এসে ঠেকেছে। ময়দান মার্কেটের কপালে এখন আর একটা খাঁড়া ঝুলছে বোম্বে হাই রোডের আগে অঙ্কুর হাটিতে তৈরি হয়েছে বড় বড় তিন চারতলার রেডিমেড হাট যা কেড়ে নিয়েছে ময়দান মার্কেটের ব্যবসা। ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলেন করোনার প্রকোপ অনেকটাই চলে যাওয়ায় এবারের বাজার কিছুটা ঘুরে দাঁড়াবে কিন্তু বাস্তবে তা গত বছরের থেকেও খারাপ আকার ধারণ করেছে। আরামবাগ সহ হাওড়ার বিস্তূর্ণ এলাকার বড়ো বড়ো মার্কেটে একই অবস্থা সেখানেও ছোট ও মাঝারি দোকানদারদের কেনাকাটা এবার খুবই খারাপ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে এবারের দুর্গাপুজোর আগে সারা বাংলা জুড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে চরম ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের কথায় এর কারণ মূলত দুটো প্রথমত খাদ্য পণ্যের বাজার এতোটাই চড়া অবস্থায় রয়েছে ফলে দৈনন্দিন খাবার জোগার করতেই মানুষের রোজগারের অনেকটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে এছাড়াও এ রাজ্যের সরকারি বেসরকারি কোনও ক্ষেত্রেই রোজগারের বৃদ্ধি সেইভাবে নেই বললেই চলে। করোনা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ খাদ্যের ওপর বেশি জোর দিয়েছে এবং যথাসাধ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে ফলে খাদ্য পণ্য বাদ দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসায় ঘাটতি পড়েছে দ্বিতীয়ত এবারে গ্রাম বাংলার বাজারটা মূলত বসে গিয়েছে ১০০ দিনের টাকা না আসায়। রোজগারহীন বাংলায় গ্রাম বাংলারঅর্থনীতিকে বেশ কিছু বছর ধরে রেখেছিল ১০০ দিনের কাজের টাকা। চুরি চামারি কাটমানি দিয়ে যে টাকা আসছিল তার অনেকটাই ফিরে আসছিল বাজারে। কিন্তু এবার তার পরিন একেবারেই শূন্য। এর ওপর দাপট মল ও মাল্টিপ্লেক্সের। প্রবীণ ব্যবসায়ীদের ধারণা যেভাবে বড়ো বড়ো পুচি খুচরো বাজারে প্রবেশ করছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ ছোট খাটো খুচরো ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। সরকার যদি এখনও ছোট ব্যবসায়ীদের পাশে না দাঁড়ায় তাহলে আগামী দিন ভয়ংকর হতে চলেছে। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালের শারদ উৎসব ব্যবসা বানিজ্যে ঘাটতির বছর বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বজবজে ইসকনের মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ এলাকার অন্যতম দুর্গাপুজোর আয়োজন করে বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি যার পরিচালনায় আছে উদয় সংঘ। এবছর তারা ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। এ বছরের ভাবনা– ইসকনের অভিনব মণ্ডপ। সুভাষ উদ্যান মাঠে তৈরি হচ্ছে অভিনব মণ্ডপ। মণ্ডপ নির্মাণ করছে শিবশংকর ডেকরেটার্স। প্রতিমা শিল্পী স্বস্তি শিল্প নিকেতন। আগামী ১৬ অক্টোবর দুর্গা প্রতিমার উদ্বোধন হবে। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু হাজরা জানালেন, আমরা ৭৫ তম বর্ষের দুর্গা পুজোর আয়োজন করতে পেরে গর্বিত। প্রতিষ্ঠাতা যারা জীবিত আছেন তাদের

সংবর্ধনা জ্ঞাপন করব। পঞ্চমীর দিন বস্ত্র বিতরণ হবে। এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মানুষ জন উপস্থিত হবেন। ঐ দিন একটি বিচিত্রানুষ্ঠানও হবে। বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো ঘিরে এবার মানুষের কৌতুহল তুঙ্গে। সুভাষ উদ্যান যাবার রাস্তাটিও বজবজ পুরসভা সংস্কার করেছে।

বিষ্ণুপুর যুবকবৃন্দের প্রতিমা এই বছর ২৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল ভাবে প্রতিমা উদ্বোধন করল। এই ক্লাবের সম্পাদক মাননীয় সৌমেন মন্ডল (ভাঞ্জুদা) বললেন গত বছরও আমাদের প্রতিমা উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং এই বছরও উদ্বোধন করাতেও আমরা খুবই খুশি। ক্লাবের সকলের তরফ থেকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মৌশুনী দ্বীপের গৃহবধূরা

প্রথম পাতার পর

মৌসুনির বালিয়াড়ার ২৪ জন গৃহবধূ মিলে দুর্গা আরাধনার উদ্যোগ নিয়েছেন। একদিকে যেমন চলছে প্রতিমা তৈরীর কাজ, ঠিক তেমনি অন্যদিকে চলছে মন্ডপ সজ্জার প্রস্তুতি। উদ্যোক্তা কমিটির ২৪ জন মহিলা সদস্যা গত মাসখানেক ধরে কোনোক্রমে বাড়ির কাজ সামলে বেরিয়ে পড়েন গ্রামে। পৌঁছে যান গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা পুজোর জন্য সংগ্রহ করছেন চাল, ডাল, আলু থেকে শুরু করে অর্থিক সাহায্য । তাহলে এবার আতঙ্ক কাটাতে এবং দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে দশভূজা আরাধনায় মেতে উঠবে সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপের বাসিন্দারা।

জাতের নামে আর একটা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আশঙ্কাটা অন্য জায়গায়। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের বাতাবরণে এই জাত সমীক্ষা হয়ে উঠতে পারে রাজনীতির হাতিয়ার। এর তথ্য কাজে লাগানো হতে পারে ভোটের অঙ্ক কষতে। এসব কথা ভেবেই সম্ভবত বিরোধী জোট ডটেড ইন্ডিয়া জাত সমীক্ষাকে অন্যান্য রাজ্যেও লাগু করাতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। জোট সঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজি না হলেও তাকে বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছে কংগ্রেস। এসব দেখে মুচকি হাসছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। যে কংগ্রেস অধিকাংশ সময় ভারত শাসন করল, যাদের আমলে নিয়ম করে করা জনগণনায় বারংবার পিছিয়ে পড়াদের তথ্য উঠে এল, তাকে যারা আমলই দিল না তারাই এখন জাত গণনার কথা বলছে। যে বামেরা দু তিনটে রাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরও নিম্নবর্গদের অবস্থা পাল্টাতে পারল না তারাও নেমে পড়েছে জাতের নামে বজ্জাতিতে। সকলেই ভাবছে জাতপাতের চেনা পথ ধরে যদি ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানো যায়। আজ এই চন্দ্রযানের যুগেও যতই আমরা সভ্যতার বড়াই করি না কেন মনের জঙ্গলে শিয়ালের হুক্কাহুয়া চলছেই।

হারিয়ে যাওয়া টাকা, ফোন ফেরত দিলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মূল্যবান নথীপত্র সহ কয়েক হাজার টাকা এবং দামী মোবাইল ফোন হারিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। সেই ফোন পেয়ে ফেরত দিলেন এক যুবক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমা হাসপাতাল চত্বরে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী ব্লকের চুনাখালির বাসিন্দা প্রশান্ত মালি তাঁর স্ত্রী পল্লবীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমাতে ভর্তি করাতে আসেন। সেই সময় অসাবধানে হাসপাতাল চত্বরে তার দামী মোবাইল ফোন সহ টাকার ব্যাগ হারিয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গা খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রশান্ত। অন্যদিকে হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মী তাপস পর্বত হাসপাতাল চত্বরে টাকার ব্যাগ সহ মোবাইল ফোন পেয়ে প্রকৃত মালিকের খোঁজ শুরু করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীর কাছে হাজির হয় প্রশান্ত মালি। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিলে তাপস পর্বত মোবাইল ফোন, নগদ টাকা সহ মূল্যবান নথীপত্রের ব্যাগ তুলে দেয়। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ও টাকার ব্যাগ পেয়ে খুশি মালি পরিবার।হাসপাতালের অস্থায়ী ওই কর্মীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে তাপস পর্বত জানিয়েছেন, এমন কর্তব্য পালন করতে পেরে ভালো লাগছে।

প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অনলাইনে অঞ্জলি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় : প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এবার অভিনব প্রয়াস চালু করল টালিগঞ্জ আজাদগড়ের উদ্যোগী ক্লাব। ঘরে বসেই এবার দুর্গা পুজোয় অঞ্জলি দিতে পারবেন প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক মানুষেরা। অনলাইনে অঞ্জলি দেওয়ার এই নতুন পদক্ষেপ শুরু করল আজাদ গড়ের উদ্যোগী ক্লাব।এই প্রসঙ্গে ক্লাবের কর্ণধার রবীন সাহা জানালেন, আমাদের এই অভিনব প্রয়াস শুধুমাত্র ক্লাব সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যারা আমাদের ক্লাব সদস্য তাদের অনেকের পরিবারেই বৃদ্ধ–বৃদ্ধা রয়েছেন। কতিপয় শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিও আছেন। পুজোর সপ্তমী–অষ্টমী–নবমীতে তাদেরও অঞ্জলি দিতে মন চায়। কিন্তু দৈহিক কারণে তা হয়ে ওঠে না। রবীনবাবু জানান, আমরা উদ্যোগী ক্লাবের পক্ষ থেকে সেই সমস্যা সমাধানে অন লাইনের ব্যবস্থা করেছি। পরিবারের কেউ একজন ওই বয়স্ক ব্যক্তির সামনে মোবাইল ফোন অন করবে, আর তিনি ওই ফোনে পুরোহিতের মন্ত্র শুনে অঞ্জলি দেবেন মা দুর্গার উদ্দেশ্যে। পরে তার প্রণামী ফুল বেল পাতা একটি ছোট্ট ঝুড়িতে রেখে, পরিবারের কেউ মা দুর্গার পায়ে সমর্পিত করবেন। রবীনবাবুর মতে, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত।

সরকারী বাসে

প্রথম পাতার পর

সরকারি অনুমতি নিয়ে ওয়াইন সপ্ চললেও সরকারী ভাবে তো কোথাও মদের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে না। তাহলে হঠাৎ গুটখার বিজ্ঞাপন কেন? অনেক মানুষ এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। দোকানে গিয়ে একটি বিশেষ পানমশলা চাইলে তার সঙ্গে একটি ছোট জর্দার প্যাকেটও দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে দাম ৬ টাকা। দুটো প্যাকেটে ওপরেই লেখা রয়েছে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ যা বলছে দুটি দ্রব্যই 'স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর'। রাজ্য সরকার তথা পরিবহন দপ্তর যদি বিষয়টি খতিয়ে দেখেন ভালো হয়।

বাঘে আক্রান্ত পরিবারকে

প্রথম পাতার পর

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারির মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়ে দুই ছেলে মঙ্গল নস্কর, দীপ নস্কর ও মৃত লখাইয়ের স্ত্রী শান্তিবালা। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ায় গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি(এপিডিআর)। তাঁদের উদ্যোগে মৃত লখাইয়ের পরিবার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতের দারস্থ হয়। মামলায় শান্তিবালা দেবীর আইনজীবী ছিলেন কৌশিক গুপ্ত। তিনি এপিডিআর–এর আইনজীবী। হাইকোর্টের আদেশ ছিল ১৩ অক্টোবরের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ আদালতের নির্দেশ মেনে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা মিটিয়ে দেয়।

গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্য মিঠুন মন্ডল জানিয়েছেন, সুন্দরবনে আরও বহু পরিবার আছে যাদের বাড়ির লোক বাঘের কিংবা কুমিরের আক্রমনে নিহত,আহত হয়েছেন। কিন্তু কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি।এমন সব পরিবারগুলো যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সেই দাবী আদায়ের লড়াইয়ে আগামী দিনে সামিল হবেন।পাশাপাশি সুন্দরবনের মৎস্যজীবি ও মৌলেদের অধিকারের দাবি নিয়ে এপিডিআর লাগাতার কাজ করে যাবে।'

বাতাবি লেবু দিয়ে দুর্গা প্রতিমার মুখ গড়ল গৃহবধূ ব্রততী

কাকদ্বীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাতাবি লেবু দিয়ে তৈরি হল দুর্গা প্রতিমা। পেশায় বিউটিশিয়ান কাকদ্বীপের গৃহবধূ ব্রততী কামারের হাতের ছোঁয়ায় প্রতিদিন অনেক মানুষ সেজে ওঠেন। এবার ব্রততীর হাতের ছোঁয়ায় বাতাবি লেবুতে ফুটে উঠলো দুর্গার ছবি। ব্রততীর এই ভাবনায় খুশি তার পরিবারের লোকজন।

ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে দুর্গা বানানোর কথা এর আগে অনেক শোনা গিয়েছে। এবার দুর্গা প্রতিমা তৈরি হল বাতাবি লেবু দিয়ে। বাতাবি লেবুতে দুর্গা করে দেখালেন কাকদ্বীপের গৃহবধূ ব্রততী। ব্রততী একজন বিউটিশিয়ান। নিজের একটি বিউটি পার্লার রয়েছে। পাশাপাশি এলাকার পড়ুয়াদের বিউটিশিয়ানের কাজও শেখান। ব্রততীর হাতের সুদক্ষ ছোঁয়ায় প্রতিদিন সেজে ওঠেন অনেক মহিলা। সেই ভাবনা থেকেই নতুন কিছু করার পরিকল্পনা করেন তিনি। যেহেতু সামনেই দুর্গাপুজো তাই বাড়ির গাছে থাকা বাতাবি লেবুতে নিজের সুদক্ষ হাতের ছোঁয়াতে ফুটিয়ে তুললেন দুর্গা মায়ের রূপ। কাকদ্বীপ ব্লকের ঋষি বঙ্কিম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোবিন্দরামপুর এলাকার গৃহবধূ ব্রততী কামার।

পেশায় তিনি প্রতিমা তৈরীর কারিগর নন। তারপরেও তিনি তার ভাবনায় বাতাবি লেবুর ওপর ফুটিয়ে তুললেন দুর্গা প্রতিমার রূপ। তার এই ভাবনাতে খুশি এলাকার মানুষজন। খুশি তার পরিবারের লোকজনও। পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও চাইছেন এই দুর্গা প্রতিমা পুজো করতে। এমনকি ব্রততি ও তার পরিবারেরও ইচ্ছে রয়েছে দূর্গা পূজার সময় এই প্রতিমা পুজো করতে।

পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এই সোনাঝুরি হাটের পরিকাঠামোগত বেশ কিছু সমস্যা আছে। যেমন এই হাটগুলোতে কোনো শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। বনে জঙ্গলে যেতে হচ্ছে পর্যটকদের। তারপর পানীয় জলের সমস্যা আছে। পর্যটকদের জন্য যে বসার জায়গাগুলো ছিল, তাও ভেঙে গেছে। এইসব সমস্যার সমাধান করলে সোনাঝুরি হাট আরও জমে উঠবে। কুন্তি সাহু নামে এক মহিলা এগিয়ে এসে বেশ কিছু কথা বললেন। তিনি জানান, তার বাড়ি গোয়ালপাড়া এলাকায়। ১৪ বছর ধরে তিনি হাটগুলোর তদারকি করছেন। বাম আমলে দু একজন হাটে বসতেন। মমতা ব্যানার্জী এখানে এসে সব দেখে শুনে প্রতিদিন হাট বসানোর ব্যবস্থা করেন । কর্মতীর্থও করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তার ঘর ১০ দিনের মধ্যে পাকা করে দিয়েছেন। তবে তার খুব অভাব। হাটের পসারিরা তাকে কোনো অর্থ দেয়না। ফাঁড়িতে ঝাঁটা দেন। কিন্তু কোনো অর্থ পাননি। তাকে যদি মুখ্যমন্ত্রী কিছু একটা করে দেন, খুব ভালো হয়। হাটের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল সেখের সঙ্গেও নাকি কথা বলেছেন।

প্রসঙ্গত এই সোনাঝুরি হাটে সব মিলিয়ে প্রায় ২০টি ঝুমুর নৃত্যের দল আছে। যেমন কালী হেমব্রম (মাহালী) জানালেন, প্রতিদিন হাট বসায় তাদের কিছু অর্থ আসছে ঠিকই তবে রাজ্য সরকারের লোক প্রসার প্রকল্প থেকে তারা বঞ্চিত। ২০১৭ সাল থেকে কোনো শিল্পী নেওয়া হচ্ছে না। ফলে মাসিক ১ হাজার টাকা থেকে তারা বঞ্চিত। এই ব্যাপারটা রাজ্য সরকার বিবেচনা করলে ভালো হয়।

সামাজিক অবক্ষয়ে আইনি সিলমোহর?

প্রথম পাতার পর

তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি যখন, তখন কাউকে আটকানো হল, আর কাউকে ছাড়া হল কেন? তিন নম্বর প্রশ্ন, যদি তারা নিরপরাধী হবে, তাহলে এতদিন তাদের আটকে রাখা হল কেন? এবার প্রশ্ন জাগে, তাহলে আগের যে বিচারকরা রায় দিয়েছিলেন, তারা কি ভুল ছিলেন, নাকি এখন যে বিচারকরা রায় দিলেন, তারা ভুল? এ প্রসঙ্গে আমার গ্রামের এক সালিশি সভার কথা মনে পড়ে। একজনকে সালিশি সভায় কাউকে চড় মারার জন্য পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হল। তখন সেই অভিযুক্ত বলল, আমি আরও পঞ্চাশ টাকা দেব যে রায় দিয়েছে তাকে চড় মারব। বিষয়টা অনেকটা এরকম। যাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল, তাদের মানসিক সংশোধন না করে ছেড়ে দেওয়াটা আমার মনে হয় সমাজে অপরাধ প্রবণতাকে উসকে দেওয়া। আজকের এই ঘটনায় প্রমাণ হয় যে আমাদের দেশে পঞ্চায়েত থেকে আদালত পর্যন্ত বিশ্বাস করার জায়গা নেই।'

পার্টনারস ফর অ্যান্টি ট্রাফিকিং (প্যাট)–এর অন্যতম সদস্য তথা বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতির সম্পাদক রঞ্জিত দত্ত বলেন, 'দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের ছয়জন অভিযুক্তের ছয়জনের ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু কামদুনি কাণ্ডের এই রায়দান সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিল। বিচারক তো বিচার করবেন, বা রায়দান করবেন চার্জশিটের উপর নির্ভর করে। সেই চার্জশিটে কোনও খামতি থাকলে তো বিচারকের কিছু করার থাকেনা। তবে নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে আমার মনে হয়, এটা ঠিক হল না। খুবই অন্যায় হল। যে বিচার হল, তা হতাশাজনক।'

উত্তর চব্বিশ পরগণার সুটিয়া গ্রামে শিক্ষিকা কল্পনা পাল বলেন, 'হাইকোর্টের রায়দান শোনার পর ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। একটা মেয়ে সে তো বাস্তবিক কয়েকজন পুরুষের পৈশাচিক লালসার শিকার। তাদের লালসাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে তাকে নৃশংসভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এহেন অন্যায় করে বেকসুর খালাস হওয়ায় অপরাধ প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এহেন পরিস্থিতিতে আমি একজন মেয়ে হিসেবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। একটা মেয়ে বাড়ি থেকে বেরনোর পড়ে যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে ততক্ষণে দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না অভিভাবকদের। আজকের এই রায়দান পরোক্ষে অপরাধীদের উৎসাহিত করবে বলেই আমি মনে করি।'

উত্তর চব্বিশ পরগণার লোক আদালতের জনৈক আইনজীবী দীপক দাস চৌধুরী বলেন, 'এটাও আরও তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ যেভাবে একটা মেয়ের জীবন চলে গেল, এটা কেউ মেনে নিতে পারে না। আমার মনে হয় বাইরের দেশ, বিশেষ করে মুসলিম কান্ট্রির আইন অনেক ভাল। ওখানে এত বিচার টিচার বোঝে না। তবে কোর্টের উপর তো কিছু বলা যাবে না। আদালতের রায়ই শেষ কথা। আর আদালতকে তো পুলিশের চার্জ শিটের উপর নির্ভর করতেই হয়। তবে এই ধরনের ঘটনা সবার ঘরেই ঘটতে পারে। তাই এক্ষেত্রে তদন্ত নিরপেক্ষ হওয়ার দরকার ছিল। এবং এরকম ঘটনা মেনে নেওয়া উচিত না। এমনটাই আমার অভিমত।'

উত্তর চব্বিশ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী তারক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমার মনে হয় ঠিকমত তদন্ত হয়নি। ঠিকমত তদন্ত হলে এই কেসের আসামীদের এভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হত না। কোর্টে যেভাবে পুলিশ চার্জশিট ফাইল করেছে তাতে আমার মনে হয় পুলিশি তদন্তে খামতি আছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশের উপর মানুষের কিছু হলেও আস্থা হারাচ্ছে। ঠিকমত বিচার হলে, নিম্ন আদালতে যে রায় ছিল, তা হয়তো আরও কঠিততর রায় হতো। এভাবে আগের রায় খারিজ হত না। এর দায় অনেকাংশেই পুলিশের রিপোর্টের উপরই বর্তায় বলেই আমার মনে হয়।'

শুধু কামদুনি নয়, ইদানিং বিভিন্ন আদালতের কিংবা একই আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চের বা এজলাসের রায় নিয়ে সাধারণ মানুষ বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত। যে নথিপত্র ও রিপোর্টে ভিত্তি করে নিম্ন আদালত ফাঁসির রায় দিল সেই নথিপত্র শাস্তি কমিয়ে দেয় কিভাবে? তবে কি দুই বিচারকের পড়াশুনো দুরকম? আর যদি রায়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ থাকে তাহলে উচ্চ আদালতের বিচারকদের হৃদয় কি কাঁদল না কামদুনির ধর্ষিতার জন্য? এরকম নানা প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বঙ্গবাসীর মনে। সমাজে এই রায়ের কি প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়ে চিন্তিত সমাজকর্মীরাও। তবে একথা ঠিক যে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র একজন নারীকে সঠিক বিচার দিতে অক্ষম। নৃশংসভাবে খুন হওয়া ধর্ষিতার বিচার নির্ভর করল কয়েকটি নথির উপর, বাস্তবের উপর নয়।

আদালতের কাছে মানুষের জড়ো হয়ে থাকা আরও প্রশ্ন উঠে আসছে কামদুনি রায়ের পর। বিভিন্ন তদন্তে আদালতের ভূমিকা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করেছে জনমনে। এক আদালতের রায় পালটে যাচ্ছে অন্য আদালতে। দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগছে বিচারের বাণী। সেখান থেকেই প্রশ্ন ওঠে, সারদা নারদ সহ যেসব তদন্ত আদালতের নজরদারিতে চলছে সেগুলো থেমে আছে কেন? এনিয়ে আদালতেরই বা কোন হেলদোল নেই কেন? শুধু তদন্তের রায় দিয়ে গুটিকয়েক পর্যবেক্ষণেই কি শেষ হয়ে যাবে আদালতের ভূমিকা। মানুষকে বিচার দেওয়ার দায়িত্ব ঠিক কার? রাজনীতিকদের, প্রশাসনের না আদালতের? প্রতিবারই প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে উত্তরহীন হয়ে।

ব্লকে ব্লকে কলস যাত্রা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ব্লকে ব্লকে তৃতীয় দফায় 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রকল্পে কলস যাত্রা কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। গত ১৩ অক্টোবর সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর তাঁর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। তিনি জানান, মাটি হল মায়ের মতো। সেই মাকে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে দিল্লি পাঠানো হবে। সেই মাটিতে অমৃত উদ্যান গড়ে উঠবে। অক্টোবর মাস জুড়ে ১৬টি ব্লকে মেগা কলস যাত্রা কর্মসূচি রূপায়িত হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রকল্পের রাজ্য নোডাল অফিসার অভিষেক ব্যানার্জী, ডিষ্ট্রিক্ট

ম্যানেজার সরিফুল ইসলাম হালদার, সোনারপুর ব্লকের ন্যাশনাল ইউথ ভলেন্টিয়ার সৌমিতা হালদার, রিমি মজুমদার প্রমুখ। ঐদিন বারুইপুর এবং সোনারপুরে কলসযাত্রা কর্মসূচি রূপায়িত হয়।

বঙ্গীয় হিন্দু সেনার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ অক্টোবর বঙ্গীয় হিন্দু সেনা আয়োজিত কলকাতা জেলার প্রথম হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভবানীপুরে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে। সেনার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অম্বিকানন্দ মহারাজ সকলের গর্বের সনাতনীকে

সসম্মানে শক্তভাবে ধরে রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামল কুমার পাঁজা, রাষ্ট্রীয় সংহতির সভাপতি সমীর গুহ রায়, লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কনভেনর মানস ভট্টাচার্য্য, বাংলাদেশ থেকে আগত পূর্ণিমা শীল, যুগশঙ্খর এডিটার ইন চিফ রক্তিম দাশ,বঙ্গীয় হিন্দুর সেনার সম্পাদক কৌশিক পান্ডা, জাতীয় কার্য্য সমিতি সদস্য এবং প্রেসিডেন্সি জোনের অবজারভার ভাই প্রনবেশ মন্ডল, বঙ্গীয় হিন্দু সেনা মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি দেবব্রত ঘোষ, কলকাতা জেলা সভাপতি গৌরব বিশ্বাস সহ আরও বিশিষ্ট জনেরা।

ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের প্রকাশ্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ অক্টোবর রবিবার দমদম নাগেরবাজার কিশোর ভারতী স্কুলের সন্নিকটে ২৬ আনন্দমোহন বোস রোড, মতিঝিল, দমদম ৭৪–এ জনস্বার্থে আরো উন্নয়নের ও স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আরো কি কি ও কত ভাবে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য কে আরো সুস্থ্য সবল ও নীরোগ রাখা যায় তার লক্ষ্যে এক ঝাঁক ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁদের ভাব– ভাবনা ও মত বিনিময় ও উক্ত কাউন্সিলের প্রকাশ্য সভার উদ্যোগ ও আয়োজনে সকাল ১১ টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট এস কে মল্লিক, সেক্রেটারি এস আরি, রেজিস্টার এ কুণ্ড, ইন চার্জ এ কে কুন্ডু, চিফ গেস্ট কে ভট্টাচার্য, সেখ আসাদ আলী, সার্থক মাইতি, মৃদুল দাস, সোমনাথ দাস, পল্লব দাস, প্রসেনজিৎ সাউ, অমিত পুরকায়স্থ, রাজীব বর্মন, বরোজা গোপাল, জয়শ্রী জানা, আশিষ জানা সহ প্রমুখ চিকিৎসকরা। প্রদীপ প্রজ্জলন ও কাউন্ট সীজার মেট্রির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় সংগীত দিয়ে হয় সভার সূচনা। এক এক করে ব্যাচ পরিয়ে ও ফুল দিয়ে বরণ করা হয় প্রতিটি ডাক্তারবাবুকে। সবাই জনস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য রেখে স্বল্পমূল্যে যাতে সুচিকিৎসা দেওয়া যায়, এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও ইংরেজি দাওয়াই তথা অ্যালোপ্যাথির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে সাধারণ মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব তার সুদীর্ঘ আলোচনা করেন উপস্থিত চিকিৎসকরা। সঞ্চালনায় ছিলেন এস আরি। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে সংস্থার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

জেলা বিজেপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রবাস বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো আমতলা সোনাঝুরি ভিলাতে উপস্থিত ছিলেন

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, নবারুন নায়ক, প্রিতম দত্ত, দীপঙ্কর জানা, সম্পাদক অগ্নিশ্বর নস্কর, মানস দাস, বিশ্বজিৎ খান সহ অন্যান্য নেতারা।

ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ১৩ অক্টোবর ২০২৩। ফেডারেশনের কর্তারা বলেন, স্থাপনের মাত্র ১০০ দিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সদস্য সহ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। চাল রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত সকলেই এই ফেডারেশনের সদস্য। কৃষক থেকে ব্যবসায়ী। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সংস্থার জাতীয় সভাপতি প্রেম গর্গ, সদস্য রাহুল খৈতান সহ অন্যান্যরা।

মহেশতলা পৌরসভা ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আঁকড়া কৃষ্ণনগরের কাপড়ের গোডাউনে বিধ্বংস আগুনে প্রচুর কাপড় ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শ্রুতি চর্চা সংস্থা

আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক এবং সঞ্চালনা করা হয়।

আমাদের চলতি প্রযোজনা

- তাহার নামটি রঞ্জনা -রচনা-বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
- কর্নকুন্তি সংবাদ -রচনা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- কলকাতার কপাল কুন্ডলা - রচনা-বনানী মুখোপাধ্যায়
- পাকা দেখা -রচনা-স্বপন গাঙ্গুলী
- একদিন একরাত -রচনা-স্বপন গাঙ্গুলী

অভিনয়ে ঃ ডোনা জানা, রশ্মি বালা এবং কুনাল মালিক

আবহ ঃ আর এন সাহা ও সমীরণ আদক (বাচ্চু)

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকের অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন -

9830854089 / 8617243467

মিডিয়া পার্টনার - আলিপুর বার্তা

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৌজন্যে

সজল আদক

ভারতীয় জনতা পার্টির

ডায়মন্ড হারবার

সংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য

মহানগরে

গভঃ কোয়ার্টার ট্যাক্সের আওতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার কলকাতা পৌরসংস্থার ট্যাক্সের আওতায় এলো। বেহালার পর্ণশ্রীর ১৩২ ওয়ার্ডের অন্তর্গত উপেন ব্যানার্জী রোডস্থিত পর্ণশ্রী গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে সর্বমোট ৩৮৪টি ফ্ল্যাট আছে। বর্তমানে ওই সমস্ত ফ্ল্যাটের অধিবাসীগণ ফ্ল্যাটের নিজস্ব মালিকানাসত্ত্ব পেয়েও গেছেন। অথচ উক্ত ফ্ল্যাটের মালিকগণ নতুন করে কোনও পৌর অ্যাসেসমেন্ট করাননি। কিন্তু পৌরসংস্থা উক্ত এলাকায় সমস্ত ধরনের পৌর পরিষেবা ক্রমাগত দিয়ে চলেছে। স্থানীয় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র সমস্ত ফ্ল্যাটগুলির নতুন করে অ্যাসেসমেন্টের করার প্রস্তাব দেন। সঞ্চিতা মিত্রের বক্তব্য, ওখানে অ্যাসেসমেন্ট কালেকটররা গিয়ে দেখছেন পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে থাকা ৯১৮ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট বর্তমানে তিন হাজার কেউ বা সাড়ে তিন হাজার স্কোয়্যার ফুট করে বাড়িয়েছে। সেই বাড়তি এরিয়া অনুযায়ী যদি পৌর ট্যাক্স না ওঠে, তবে কী করণীয়? জানতে চান সঞ্চিতা।

এই প্রস্তাবের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রথমেই সঞ্চিতা মিত্রকে ধন্যবাদ জানান। সাধারণত পৌরপ্রতিনিধিরা কোথায় অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে বা কোথায় হচ্ছে না এসব গুরুত্ব দেয় না। যে কাজে নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। তাতেই আমাদের আকর্ষণটা বেশি। টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে আমাদের ভাবনা নেই।

মহানাগরিক আরও বলেন, আগে এই গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার রাজ্যের আবাসন দফতরের দায়িত্বে ছিল। ১৯৭৯ – '৮০ তে দেখা যাচ্ছে যে, এই ফ্ল্যাট গুলির অ্যাসেসমেন্ট রিজিনেবল রেন্ট অনুযায়ী করা হয়। আবার ১৯৯৫ – '৯৬ তে আবার ২০১৬ – '১৭ তে আবার মূল্যায়ন সম্পূর্ন হয়েছিল। তবে বর্তমানে বেশ কিছু অ্যাসেসমেন্ট 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টে'র (ইউএএ) আওতায় এসেছে। আগামী দিনে সকলের সুবিধার্থে শারদোৎসবের পরে ইউএএ ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। ওখানের ক্যাম্পে অ্যাসেসমেন্ট দফতরের সঙ্গে বিল্ডিং দফতরের অফিসারদের আনানো হবে। তারাই দেখে নেবে কোন ফ্ল্যাটের কতটা এরিয়া বেড়েছে। আর সেই অনুযায়ী ইউএএ অ্যাসেসমেন্ট হবে। কলকাতার সমস্ত আন–অ্যাসেসড্ প্রপার্টির খোঁজ খবর লাগানো হচ্ছে বলে মহানাগরিক জানান।

কলকাতার স্বাস্থ্যে নিত্য আগত ৬০ লক্ষই সমস্যা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতাসহ সমগ্র রাজ্যে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মোকাবিলায় কলকাতা পৌরসংস্থা ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসায়ী অঞ্চলে প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিকের বসবাস এবং রাজ্যের জেলা থেকে আগত বহু মানুষ এই ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য বিভাগে রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছেন। কিন্তু অধিকাংশই সঠিক ঠিকানা রেজিস্টার করাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া রোগীকে ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীরা খুঁজে পাচ্ছেন না। ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যার পরিসংখ্যানেও সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পৌরসংস্থা কী রোগীদের জন্য আধার কার্ড প্রদর্শন কী ম্যান্ডেটরি করতে পারে?

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার এই প্রশ্নের উত্তরে পৌর স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দপ্তর রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয়, শহর রাজ্য বা অন্য রাজ্য থেকে আগত সমস্ত নাগরিকদের তা বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে। পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দপ্তরের গৃহীত আবেদন সবসময় থাকে যে, স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করার সময় নাগরিকরা যেন তাদের সঠিক ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে। সঠিক ঠিকানা জানতে পারলে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর বাড়ির নিকটবর্তী এলাকায় ভেক্টর কন্ট্রোল অ্যাকটিভিটি করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক যে, বিশেষ করে যারা পরিযায়ী শ্রমিক আসে, তাদের নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা থাকে না। তারা কিছু দিনের জন্য আসে, কাজ করে আবার তারা অন্যত্র চলেও যায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কাজ করে বেড়ায়। আর তাতে ডেঙ্গুর থেকে ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে এটা সবথেকে বড়ো অসুবিধা হয়। কারণ ম্যালেরিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার নিয়মিত একটা ডোজ আছে। ফাইভ ডোজ একটা ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় নিয়মিত দেওয়া হয়। সেই ওষুধ যদি রোগী সময় মতো না খায়। তবে তার শরীরে ভাইরাসটা থেকে যায়। ফলে তাকে অন্য মশা কামড়ে ম্যালেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আর তার ফলেই বরো – ৪(ওয়ার্ড নম্বর : ২১ – ২৮, ৩৮ – ৩৯), বরো – ৫(ওয়ার্ড নম্বর : ৩৬ – ৩৭, ৪০ – ৪৫, ৪৮ – ৫০), বরো – ৬(ওয়ার্ড নম্বর : ৪৬ – ৪৭, ৫১ – ৫৫, ৬০ – ৬২) এবং বরো – ৭(ওয়ার্ড নম্বর : ৫৬ – ৫৯, ৬৩ – ৬৭) এই চার বরোতে সঠিক ঠিকানা জানতে না পারেন ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে খুবই অসুবিধা হয়। আর যেহেতু এই স্বাস্থ্য পরিষেবাটা সম্পূর্ণরূপে জনহিতকর কাজে পরিষেবা দেয় সে কারণেই আধার কার্ডের ভিত্তিতে রক্ত পরীক্ষা করলে তা বিভাগীয় নীতি আদর্শের পরিপন্থী হবে। সুতরাং স্বাস্থ্য বিভাগ রক্ত পরীক্ষার শর্ত হিসাবে আধার কার্ড প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে পারে না।

ইলোরা সাহা বলেন, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে মুটিয়া মজদুর ফুটপাতবাসীরা যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থার ঠিকানা যদি দেয়, তাহলে পৌর স্বাস্থ্য কর্মীরা ফলো– আপ করতে পারে। এক মজদুরের ডেঙ্গু ধরা পড়ল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনি এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। এক্ষেত্রে কী হচ্ছে ডেঙ্গু – ম্যালেরিয়ার দায়ভারটা ওই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে এসে পড়ছে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে এতো ভুঁড়িভুড়ি ডেঙ্গু – ম্যালেরিয়া কেস। কিন্তু বাস্তবে এরা এলাকার বাসিন্দাই নয়। তারা তো কাজের সূত্রে ওখানে কাটায়। আবার রাতে চলেও যায়। ফলে পরিসংখ্যান সঠিক হচ্ছে না।

ইলোরার বক্তব্যকে সমর্থন করে অতীন ঘোষ বলেন, ২০১১সালের তথ্য অনুযায়ী কলকাতায় দিনে নিত্য ৬০ লক্ষ মানুষ কর্মসূত্রে কলকাতায় আসেন। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেশি। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। আসলে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা। আমরা রোগীদের সঠিক ঠিকানা দিতে অনুরোধ করি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এবার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাঁরাই রক্ত পরীক্ষার জন্য আসবে, তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী দু'টো ঠিকানা যাতে দেয়, সে অনুরোধ করা হবে।

লেন্স বার্তা

বিকিকিনি : আর হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি দুর্গাপুজোর। তাই কেনাকাটায় ভীড় জমিয়েছে ধর্মতলার নিউ মার্কেটে। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য শিবির : এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় নোয়াপাড়া মিত্র সংঘ প্রাঙ্গনে। ফর্টিস হসপিটাল এবং কিডনি ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা করে রোটারি টেকনো নেত্রালয়। অ্যাপেলো ক্লিনিকের পক্ষ থেকে ইসিজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষাও করা হয় বিনামূল্যে। সহযোগিতায় ছিল সমাজসেবী সংস্থা উদ্যমি বাংলা। সংঘের পক্ষ থেকে সকলকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

পুজোর পাওনা : পুজোর আগে জোর কদমে চলছে রাস্তা মেরামতের কাজ। বাটা মোড়ের কাছে। ছবি : অভিজিৎ কর

বিসর্জন ঘাটের আলোকায়নে 'কস্ট কন্ট্রোল' নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থা প্রতিবছর উৎসবের মরশুমে পৌরসংস্থার তালিকাভুক্ত বিসর্জন ঘাটগুলিতে ও ছটপুজো ঘাটে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করে থাকে। দক্ষিণ কলকাতার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী জানান, ওয়ার্ডের রানিকুঠি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের পাশেই রানিদিঘি পুকুরে প্রতিবছর আশেপাশের ছ'টি ওয়ার্ড থেকে দুই শতাধিক দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। আবার বিরাট ছট পুজোও হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কস্ অ্যান্ড স্কোয়ার দফতর, জঞ্জাল অপসারণ দফতর এবং আলোকায়ন দফতরের সমন্বয়ে প্রতিবছর এই বিসর্জন পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এর ফলে পুজোর উদ্যোক্তাসহ বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হন। প্রতিবছরের মতো এবছরেও বিসর্জন ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা বজায় রেখে যাতে দুর্ঘটনাবিহীন নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা যায় সেই অনুরোধ করেন অরূপ। এই প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ১০ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা জুঁই বিশ্বাস। তিনি এই বরোর অন্তর্ভুক্ত বড়োবড়ো রাস্তার আলোকায়নের ওপরও জোর দেন।

জবাবে পৌরসংস্থার আলোকায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, শুধু রানিদিঘি পুকুর নয় কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে যে সমস্ত পুকুর ও ঘাট আছে সেখানে প্রতিবছরের মতো এবারেও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে। গত বছর কলকাতার বিসর্জন ঘাটে যেমন আলোকায়ন হয়েছিল এবারও তেমনই থাকবে।

এরই প্রসঙ্গে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কস্ট কন্ট্রোল' মানে সার্ভিসে 'কস্ট কন্ট্রোল' নয়। আন–নেসেসারি ভাবে যেখানে টাকা নষ্ট হয় সেখানে লাগাম টানা হয়েছে। মানুষের সেফটিতে আলোকায়ন হবে। এটাতে 'কস্ট কন্ট্রোল' নয়।

এখানে ওখানে

দুর্গাপুজোর সংখ্যা বাড়ছে বাংলাদেশে

সজল দাশগুপ্ত

এখন সার্বজনীন থেকে বিশ্বজনীন, গোটা বিশ্ব জুড়ে সমাদৃত শারদ উৎসব। শারদ উৎসবের একমাস আগে থেকেই চারিদিকে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। প্রকৃতিও জানান দেয় মা আসছেন, পেজা তুলোর মতো মেঘ, কাশফুল মায়ের আগমন বার্তা সূচিত করে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও এবার আরো ঘটা করে শারদ উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। বছরের তুলনায় চলতি বছরে পুজো অনেকটাই বেশি হচ্ছে। গত বছর পুজোর সংখ্যা যেখানে ছিল ৩০ হাজারের কাছাকাছি। চলতি বছরে সেই সংখ্যা ৩২ হাজারের উপরে বলে জানা গেছে। শারদ উৎসব শহর থেকে গ্রামে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। এক সময় জমিদার বাড়িগুলিতে ঘটা করে উৎসবের আয়োজন করা হতো। তবে সেই গণ্ডি পেরিয়ে এখন শারদ উৎসব অর্থাৎ মা দুর্গার আরাধনা সার্বজনীন। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তো এবার অনেকগুলি পুজো হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে শুধু ঢাকা নয় রাজশাহী, সিলেট সহ বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ জুড়ে মা দুর্গার আরাধনার প্রস্তুতি চলছে। প্রসঙ্গত এমনটাও জানা যায় ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম অনুসারে নামকরণ হয়েছিল ঢাকার। ৩২ হাজার পুজো হওয়া মুখের কথা নয়, পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশও ঘটা করে মায়ের আরাধনায় মেতে উঠবে।

চন্দননগরে সুর বাড়ির দুর্গাপুজো ঐতিহ্যমণ্ডিত

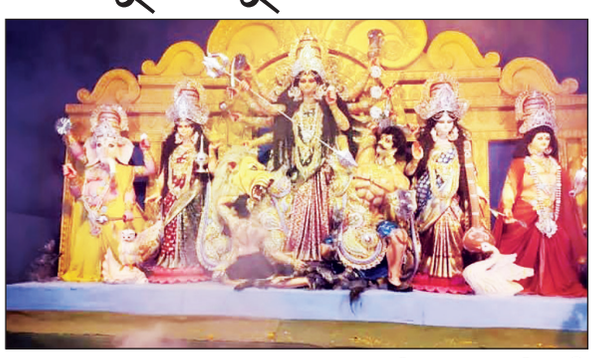

মলয় সুর

চন্দননগরে বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম সুর বাড়ির দুর্গাপুজো। তবে পুজোর আচার নিয়ম কানুন বৈচিত্র্য একেকটি বাড়ির একেক রকম। চন্দননগর বারাসত দশভূজাতলা এলাকায় 'আমাদের বাড়ি' নামকরণে পরিচিত সুর বাড়ি। পরিবারের ছোট ছেলে সমিত সুর ও প্রয়াত কাকলি দেবীর উদ্যোগে ২০১৪ সালে এই বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আকস্মিকভাবে কাকলি দেবী মারা যান। সমিত বাবুরা তিন ভাই। বড় সুজিত, পার্থ ও ছোট সমিত। তাঁর দুই মেয়ে শর্মিষ্ঠা ও সঞ্জনা এবং একমাত্র ছেলে শুভদীপ। শুভদীপ বলেন, এবারে পুজোর বিষয় ভাবনায় রয়েছে, দক্ষিণ ভারতের ত্রিবান্দামের পূর্ণিমা টেম্পলকে তুলে ধরা হয়েছে। বাঁশ, প্লাই, বাটাম ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। মণ্ডপ জুড়ে থাকছে একাধিক দেবদেবীর মূর্তি। ত্রিবান্দামে মন্দির যেমন ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। এই থিমের মন্দিরকেও সেই উচ্চতায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। পুজোর ক'দিন উৎসবের আমেজে বিরাট ঘেরা জায়গায় সাবেকি মা পূজিত হন। পুজোর ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবারেও থাকছে। এরই মধ্যে হবে নাটক। সারেগামা খ্যাত সৌরভ সরকার গান গাইতে আসবেন। প্রাচীন পুজোর নিয়মেই শাক্যমতে পুজো হয় এখানে। অষ্টমীর দিন নৈবেদ্যতে চাল ও ঘি এবং খোসা ছাড়ানো গোটা ফল মা চণ্ডীর জন্য দেওয়া হয়। আরেকটি বৈশিষ্ট হল সন্ধি পুজোর সময় মাকে কলাপাতায় সিঁদুর পরানো হয়। পুজো চলাকালীন প্রতিদিন সকালে পরমান্ন দেওয়ার রীতি রয়েছে। পুরো বাড়ি আলোয় সেজে উঠে। মাকে রুপোর অলংকারে সজ্জিত করা হয়। মায়ের নিখুঁত মূর্তি দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে বাধ্য। পুজোর চারদিন এলাকার মানুষ, আত্মীয় ও বন্ধুরাই পংক্তি ভোজের আয়োজনে থাকেন। দশমীর নির্দিষ্ট দিনক্ষণে সন্ধ্যায় রাণীঘাটে দেবী দশভূজাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। আবার পরের পুজোর জন্য সবাই অপেক্ষা করেন।

ডোমজুড় ব্যানার্জী বাড়ির দুর্গাপুজো

সঞ্জয় চক্রবর্তী

হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত খাঁটোরা ব্যানার্জী বাড়ির দুর্গাপুজো এক পারিবারিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। শাস্ত্র মতে এই পুজো করা হয়। একচালা কাঠামোর মধ্যে মা দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, কার্তিক, অসুর ও সকল বাহন একত্রেই তৈরি করা হয়। পারিবারিক পুজো হলেও এই পুজো উপলক্ষে এলাকার সকলেই মিলিত হয়। এই কটা'দিন পরিবারের সকলে যে যেখানে থাকুন সকলে একত্র হয়ে পুজোপাঠ করেন। এই পুজো এবছর 'দশ' বছরে পদার্পণ করল।

শতাব্দী প্রাচীন প্রথা মেনে দুই ব্যতিক্রমী প্রতিমায় উমা বন্দনা মাহাতাবাসীর

মাহাতাগ্রামের সপরিবারে বড়োদুয়ারি দেবী এবং পরিবারহীন দশভুজা ছোটদুয়ারি দেবী (ফাইল চিত্র)।

দেবাশিস রায়

কোটি কোটি বাঙালির আবেগ, দুর্গাপুজো।প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে 'চন্দ্রযান–৩' এর সফল উৎক্ষেপনের আমলেও বাঙালির সেই আবেগের কোথাও এতটুকু চিড় ধরেনি। বরঞ্চ সময় যত এগিয়েছে চিরাচরিত ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই আবেগপ্রবণ বাঙালি আরও নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে।যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভেসে গেলেও বাঙালি আজও দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেই সপরিবারে সবান্ধবে উৎসবের আবহে সর্বাধিক মেতে ওঠে। সেই বাঙালি–ই এসময় বাংলাজুড়ে ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোগুলির হাজারো আখ্যানের স্রোতে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেসে থাকতে ভালোবাসে।তাইতো সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা সেই প্রাচীন দুর্গাপুজোগুলির আলোচনা এসময় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।ঠিক এই কারণেই পূর্ব বর্ধমান জেলার এক শতাব্দী প্রাচীন প্রত্যন্ত জনপদের ঐতিহ্যবাহী দু'টি দুর্গাপুজোর জৌলুস আজও এতটুকু ম্লান হয়নি।শত শত বছরের প্রাচীন প্রথা মেনে দুই ব্যতিক্রমী ধারার প্রতিমায় দুর্গাপুজোর প্রচলন রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অধীনস্ত মাহাতাগ্রামে। একটি বড়োদুয়ারি এবং অপরটি ছোটোদুয়ারি দেবীর পুজো।দুই জায়গায় দুর্গাপ্রতিমার ভিন্ন রূপ শোভা পায়।প্রতিমার গড়ন এবং উচ্চতায় পার্থক্য থাকার পাশাপাশি এখানে পুজোর রীতি রেওয়াজেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। দশভুজারূপী হলেও বড়োদুয়ারি দেবীর শুধুমাত্র দু'টি হাতই প্রকট অর্থাৎ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। দেবীর বাদবাকি আটটি হাত অতি ক্ষুদ্র এবং সেগুলি প্রতিমার সাজসজ্জার আড়ালে থাকায় দর্শকরা তা দেখতে পায় না। এছাড়াও এখানে দুর্গার বাহন দেবসিংহ রূপে বিরাজমান। অন্যদিকে, ছোটোদুয়ারি দেবীর দশটি হাত প্রকট হলেও দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি থাকে না। এখানে সিংহবাহিনীর দু'পাশে জয়া এবং বিজয়ার মূর্তি বিদ্যমান। পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে যে প্রাচীন তথা ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোগুলি রয়েছে তার মধ্যে ভাতার থানা অধীনস্ত মাহাতা গ্রামের এই বড়োদুয়ারি এবং ছোটদুয়ারি দেবীর পুজো অন্যতম উল্লেখযোগ্য। কয়েকশো বছরের প্রাচীন পারিবারিক এই দুই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নানান অলৌকিক কাহিনি এবং দেবীমাহাত্ম্য জনমানসে গেঁথে রয়েছে। বড়োদুয়ারি দেবীর মাহাত্ম্যের কথা সমাজের বিশিষ্টজনের একাংশের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি, প্রতিবারই পুজোর টানে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য চিকিৎসক এবং একাধিক রাইসমিল কর্তৃপক্ষ মাহাতা গ্রামে হাজির হন। তাঁদের দানের অর্থেই বড়োদুয়ারি দেবীর পুজো সহ বছরভর নিত্যসেবার কাজ সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাহাতা গ্রামে সাতটি পরিবারে দুর্গাপুজোর প্রচলন রয়েছে। তবে, বড়োদুয়ারি এবং ছোটদুয়ারি দেবীর পুজো সবচেয়ে পুরনো বলে পরিচিত। এলাকার পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ অসংখ্য নরনারী এখানকার পুজোয় শামিল হওয়ায় মাহাতাগ্রাম প্রকৃত অর্থে মিলনমেলায় পরিণত হয়। বড়োদুয়ারি দেবীর পুজোর অন্যতম সেবাইত মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বড়োদুয়ারি এবং ছোটোদুয়ারি দেবীর পুজো আমাদের এলাকার সবেচেয়ে পুরোনো। এই দুই পুজো কমবেশি তিনশো বছরের প্রাচীন বলে শুনেছি। পুজো প্রচলনের ইতিহাস তেমন কিছু জানা না থাকলেও দেবীর অনেক মাহাত্ম্যের কথা শুনেছি। বড়োদুয়ারি মা একবার পুকুরপাড়ে বসে এক বিক্রেতার কাছ থেকে শাঁখা পরার কিছুক্ষণ পরেই জলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সেই বিক্রেতাকে তাঁর শাঁখাপরা হাত দু'টি জলের ওপর তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন। ভক্তিভ'রে প্রার্থনা করলে বড়োদুয়ারি মা সকলের মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। যাঁরা মায়ের কাছে কিছু চান এবং যাঁদের মনোস্কামনা পূর্ণ হয় তাঁরা দুর্গাপুজোর সময় এখানে আসেন। তাই দুর্গাপুজোর সময় অনেক ডাক্তারবাবু, রাইসমিল মালিকরা প্রমুখ বিশিষ্টজনদেরও হাজির হতে দেখা যায়। এই সময়েই প্রাচীন রীতি মেনে ঐতিহ্যবাহী ভদ্রকালী দেবীমূর্তিরও পুজো করা হয়। ছোটোদুয়ারি দেবীর পুজোর অন্যতম সেবাইত পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য্য বলেন, একসময় বড়োদুয়ারি এবং ছোটদুয়ারি দেবী বলে আলাদা কিছু ছিল না। একটাই পুজো ছিল। বর্গী হামলার সময় সোনার দুর্গাপ্রতিমা চুরি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মাটির প্রতিমা গড়ে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছিল এবং পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে একসময় সেই পুজো দু'টি অংশে ভাগ হয়ে যায়। শুরুর দিকে প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়েই বড়োদুয়ারি দেবীর পুজো হত। তবে, পরবর্তীতে দেবী মাহাত্ম্যের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় বড়োদুয়ারি পুজোয় ভক্তদের সহায়তায় অর্থকষ্ট লাঘব হয়েছে। বর্তমানে মাহাতাগ্রামে দুর্গাপুজোকে ঘিরে উৎসবের যা কিছু আবহ তা কার্যত বড়োদুয়ারি দেবীকে ঘিরে।

মাঙ্গলিকী

আজকের নব ধারাপাত

কৃষ্ণচন্দ্র দে

১৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্তোষপুর মনন এর প্রযোজনায় কাকলী কোলে অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক 'আজকের দ্রৌপদী' দেখলাম। মহাভারতের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র এই দ্রোপদী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা সমাজে নানাভাবে এসেছে নারীকে দাবিয়ে রাখার নানান ফাঁদ বা জাল। সেই জাল বা ফাঁদে নারীর জীবন অনেক সময় দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এবং দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। অগ্নিপরীক্ষা শুধু নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবেষ পুরুষের ক্ষেত্রে নয়। মহাভারতের দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় পণ রাখা হয়েছিল, কোনো মানুষ কখনো পণ্যা হতে পারে? এই প্রশ্ন সেদিন সমাজপতিরা কেউই তোলেনি। বহুলা–দ্রৌপদী–কুন্তী সকলেই অন্যায়ের শিকার। আজকের দ্রৌপদীরা কীভাবে সমাজের বেড়াজালে বিস্পেষিত হয়ে মানবাধিকার হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত তার একটা ক্ষুদ্র সংকলণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। নিরুপমা পাশের বাড়ির কাহিনীর একটি মেয়েকে গল্পেচ্ছলে দর্শকের দরবারে হাজির করলেন। নিজের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকারের জন্য নিরুপমা আজীবন ছুটে চলা একটা লড়াকু মানুষ। নিরুপমা তার চারপাশের মানুষজনের কথা, তার জীবনের কথা তার জীবনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বাবা–মা–প্রেমিক মুসলমান যুবক মুকুল এবং আর তার ধীরে ধীরে গড়ে তোলা নাচগানের আদর্শ শিক্ষা নিকেতন এর কথা আমরা জানতে পারি তার কথার মধ্যদিয়ে। সারা মঞ্চ জুড়ে তিনি শুধু কথা বলে গেলেন আর আমরা সেই দৃশ্যকল্প মঞ্চে দেখতে পেলাম। সবশেষে আমরা জানতে পারি কথক নিজেই নিরুপমা। সে তার নিজের জীবনের কথা অন্য জনের মাধ্যমে বলে গেছে এতক্ষণ।

নাটকে ঘটনা উপকরণ সবই মজুত আছে দরকার শুধু দক্ষ হাতে পরিবেশন. নাটকটিকে আরও একটু সিস্কোনাইজ করে একটু টাইট করতে পারলে নাটকটির গতি আরও বাড়বে সন্দেহ নেই।

অভিনয়ের ক্ষেত্রটা নিরুপমা চরিত্রে কাকলীর বিশেষ সুযোগ নেই যতটা আছে ছোটো নিরু চরিত্রে একতা গঙ্গোপাধ্যায়ের। তবে সূত্র ধরের কাজটি বেশ সপ্রতিভ ও সুচারুরূপেই সম্পন্ন করলেন নির্দেশক কাকলী কোলে।

একতা গঙ্গোপাধ্যায়কে বলবো ওকে আরও একটু সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। মঞ্চে শুধু সংলাপ মুখস্থ বলে যাওয়াটা অভিনয় নয়। সংলাপে আরও জোশ আনতে হবে। তবে সংলাপের ক্ষেত্রটা উন্মুক্ত করে তুলতে হবে। এবং তবেই সংলাপ প্রাণ পাবে। না হলে সংলাপ তথা নাটক দানা বাঁধবে না। ছাত্রছাত্রীরা হয়তো কাজ চালিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের আরও একটু প্রফেশনাল হতে হবে। আর যারা অভিনয়ে ছিলেন তারা হলেন সুব্রত চ্যাটার্জী, পায়েল দত্ত, জিৎ সাধুখাঁ, অসিজিৎ, সুমন, পায়েল, সৌম্যদীপ, আভিজিৎ, সৌমি, চুমকি, শুভ্রদীপ ও দীপিকা। আলোক সজ্জাতে ছিলেন সৈকতমান্না। আবহে গান গুলি নাটকের মান বাড়িয়েছে। সৌম্যদীপ ও সাগ্নিক কোলের আবহ বেশ যুতসই হয়েছে। সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন সনাতন কোলে। রূপ সজ্জায় শর্মিলা বাসু ও সৌমি দাশগুপ্ত। এরপর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। এই পর্বে ছিল একটা আলোচনা। বিষয় : তরুণ প্রজন্মের থিয়েটারকে বাণিজ্যিক সিড়ি হিসাবে ব্যবহার করা কী রীতিতে পরিণত হচ্ছে? বক্তা ছিলেন সীমা মুখার্জী, অরূপ রায়, অভিজিৎ সেনগুপ্ত। প্রথমে সকল অতিথিবৃন্দকে ফুল স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। সীমা বললেন – মনন পরিবারকে এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। প্রথমেই জানতে হবে কারা তাকে বাণিজ্যিক থিয়েটারে ব্যবহার করছে। তরুণ প্রজন্মই নিজেকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করছে। কেমন একটা দুয়োরানী দুয়োরানী ভাব আছে। ১৭৯৫ সালে হেরসিম লেবেডফ সাহেব যে থিয়েটার শুরু করেছিলেন সেটা মূলত বাণিজ্যিক থিয়েটার বা বোর্ড থিয়েটার। তখন টিকিটের দাম ছিল ৪ টাকা থেকে ৮ টাকা। একবার ভাবুন ওই সময়ে ৪টাকা, ৮ টাকা খরচ করে কারা নাটক দেখতে আসতো। অবশ্যই তা ছিল বড়লোক অর্থাৎ পয়সাওয়ালাদের জন্য। তারা শুধু বিনোদনের জন্যই পয়সা খরচ করে নাটক দেখতে আসতো। তারপর গিরিশবাবুরা এসে বাংলা নাটকের হাল ধরলেন। সেটা ছিল অনেকটাই কোম্পানী থিয়েটারের মতো. অর্থাৎ একজন প্রযোজক অর্থাৎ মালিক থাকবেন শিল্পীরা পরিচালকেরা মাস মাহিনায় কাজ করবেন। তারপরে শিশিরবাবুরা এসে অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষার পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাটক করেছেন। আমাদের নাটক যা হাতিবাগানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তা মূলত ছিল ব্যবসায়িক থিয়েটার। তারপর বঙ্গনাট্য তৈরি হয় খালেদ চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তিমিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, শোভা সেনরা এসেছেন তারপর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, কেয়া চক্রবর্তী, মায়া ঘোষেরা এসেছেন। একটা নতুন ধারা এসে উপস্থিত হল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'কে ঘিরে বাংলা নাটকের ধারাটাই বদলে গেল। তৃপ্তি মিত্রকে আকালের দিনে লঙ্গরখানায় খিচুড়ি বিতরণ করতে হয়েছিল।

তারপর এল আজকের গ্রুপ থিয়েটার। বহুরূপী শুরু করল সেই নবান্ন দিয়েই। একটা প্যারালাল থিয়েটার এল যার বর্তমান নাম গ্রুপ থিয়েটার। সেটা মোটেই বাণিজ্যিক নয়। একটা বোধের থিয়েটার। একটা লড়াই, একটা প্রতিবাদ একটা মনন তৈরি করা। কেয়াদি ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে টিকিট কাউন্টারে বসে টিকিট বিক্রি করেছেন। বেশির ভাগ পরিবার অনেকে এক জায়গায় বসবাস করলেও সবাই আমরা আলাদা আলাদা জগতে বাস করি। থিয়েটার বর্তমানে যেন একটা ইভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। মফস্বলে এমন এমন থিয়েটার হচ্ছে যা আমরা কলকাতায় বসে কল্পনাও করতে পারি না। দর্শক আজকাল 'কে' অভিনয় করছে জেনে নাটক দেখতে ভীড় করছে। আজকের নাটকে যদি দেবশংকর অভিনয় করত তবে আরও ভীড় হতো। এছাড়া গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের ঘরে বসে থাকতে বাধ্য করছে। আমরা যারা শুধু থিয়েটার করি তাদের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। থিয়েটার সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বাঁচতে পারবে না। লক্ষ্মী–সরস্বতীর দ্বন্দ্ব একটা থাকবেই। নবান্ন পেরিছিল সমান তালে লড়তে। যদি থিয়েটারকে পুঁজির সাথে লড়তে হয়, তখন এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যেন আমাদের থিয়েটার সত্যসত্যই পুঁজির সাথে লড়তে সক্ষম হয়। আমাদের নিজেদের সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে। আমাদের আরও সচেতন হতে চলতে হবে।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত বললেন, 'আমাদের তরুণ প্রজন্ম কি থিয়েটার করতে আসছে নাট্যকর্মী হিসাবে নাকি সিরিয়ালে মুখ দেখাবার জন্য? তবে তরুণ প্রজন্ম বাণিজ্যিকভাবে থিয়েটারকে ব্যবহার করছে এটা আমার ভাবনার বিরুদ্ধে। ১২০০ সিটের প্রেক্ষাগৃহে ২৫জন দর্শক বসে থাকেন তবে থিয়েটার কীভাবে চলবে বা তারা নিজেরাই করছে এটা মানতে পারব না। থিয়েটার কর্মীদের সংসার আছে, তাদের রোজগার করতে হবে সংসারটা চালাতে। তারা খাবে কী? থিয়েটার করে তো পয়সা পাবে না, ফলে তাকে অন্য রোজগারের ধান্দায় যেতে হবেই। বহু ছেলেমেয়ে আসছে তারা পূর্ণ সময়ের কর্মীহতে চাইছে। তাদের এমন কাজও করতে হবে যাতে তাদের রোজগারটা হয়, যাতে সে দিন গুজরানটা করতে পারে। নাহলে তারা বাঁচতে পারবে না, অকালেই হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তরুণ প্রজন্মকে আমার ধন্যবাদ।'

অরূপ রায় বললেন আমাদের কাছে এটা একটা কনফিউজিক বিষয়। এটা কি তরুণ প্রজন্মের থিয়েটার? বাণিজ্যিক ব্যাপারটা কি নিন্দনীয়? তরুণ প্রজন্মের নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা তারা কি এটাকে ব্যবসায়িক জায়গায় নিয়ে যেতে পারছে না। নতুন নতুন সাবজেক্ট হয়তো আনছেন কিন্তু আসল কাজ কিছু হচ্ছে না। আমরা পয়সা ঢেলে নাটকটা এখনো করে চলেছি। মূলত চাকরি করেই থিয়েটারটা করেছি। চাকরির বাজার ছিল তাই আমরা পেরেছি। কিন্তু এখন চাকরি বাকরি তো নেই, ফলে তারা থিয়েটারে টাকা চাইতেই পারে। তাতে কোনো দোষ নেই। পয়সা পেলে তারা থিয়েটারে থাকবে। যদি থিয়েটার তাকে সেটুকু না দিতে পারে, তবে সে অন্য রোজগারে আকর্ষিত হবেই। তারা রোজগারের জন্য সিরিয়ালে গেলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। বাণিজ্য যদি না থাকে তাহলে কিছুই টিকে থাকতে পারে না। শুধু তীর্থের কাকের মতো গ্রান্ট নির্ভর নাটক করে যেতে হবে। যেখানে কোনো লড়াই থাকবে না। আজকাল গ্রান্টের অনেক হ্যাপা আছে। এটা করতে পারবে না ওটা করতে পারবেন না। হাজারো বিধিনিষেধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যদি ব্যবসা বা বাণিজ্য করতে একেবারেই না পারি তবে থিয়েটার করবো কি করে? থিয়েটারকে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে বাণিজ্যটা দরকার। শুধুমাত্র গ্রান্টের উপর ভিত্তি করে এই শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। থিয়েটার যেভাবে মানুষের মগজে পেনিট্রেট করতে পারে আর কোনো মাধ্যম তা পারবে না। থিয়েটারকে লাভজনক না করতে পারলেও ভাইরাল করার চেষ্টা তো করতেই পারি। থিয়েটারের মৃত্যু মানে একটা সভ্যতার মৃত্যু এটা আমাদের সবাইকে ভেবে দেখতে হবেই। তৃতীয়পর্বে ছিল আর একটা নাটক প্রজন্ম। মূলকাহিনী সমরেশ মজুমদার নির্দেশনা অমল চক্রবর্তী। সমরেশ মজুমদারের চৌকাঠ গল্প অবলম্বনে তৈরি নাটক।

আধুনিক জীবনযাত্রার অমোঘ বাণীকে আয়ত্ব করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই তারা হারিয়ে ফেলছে নিজেদের শিকর ও রুট। তৈরি হচ্ছে এক আধুনিক রোবটে। আমাদের সল্টলেক সিটি নাকি বর্তমানে অবসরকালীন একটা জেলখানা বা বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে গেছে ধীরে ধীরে। এই না মরে বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে নস্ত, অবিনাশ, ও সন্ধ্যাদের মতো কিছু মানুষ আগলে রাখে। কোনো মনীষী বলে গিয়েছেন তার নামটা আজ মনে নেই কিন্তু কথাটার অভিঘাত ভুলতে পারিনি– স্কাই ইজ ইয়োর লিমিট। লাইফ ইজ এ গেম অফ সকার। এখানে যেভাবেই হোক দরকার হলে অন্যকে ল্যাঙ মেরে জালে বল ঢোকাতেও হবে। কোভিড ১৯ আমাদের তিলে তিলে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের ভিতরটা কত ফোঁপরা। মানবিক মূল্যবোধ একেবারে তলানিতে অথ কিম? আধুনিক জীবনের অনেক বাধা বিঘ্ন, সমস্যা জড়ানো প্রশ্নগুলোকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় নাটক প্রজন্ম। একটি বিয়োগান্তক মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। নাম করনের স্বার্থকতা আছে। অভিনয়ে সুবিমল চরিত্রে অভিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং অবিনাশ চরিত্রে নির্দেশক অমল চক্রবর্তী অভিনয়টাকে একেবারে নো অ্যাকটিং জোনে নিয়ে গিয়েছেন। এ ধরনের অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা লাগে। দ্বিতীয়ত শোভনা চরিত্রে কাকলী কোলে অনেকদিন পরে টিপিক্যাল বাঙালি 'মা' যেরকমটা হয় স্নেহময়ী সে অভিনয় দেখতে পেয়েছি। বেশ ভালো লেগেছে। সন্ধ্যা চরিত্রে অরুন্ধতি সরকার ও বেশ সাবলীল অভিনয় করল। সন্তু চরিত্রে সাগ্নিক কোলে দর্শকের রিলিফের কাজটি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করলেন। এ ধরনের চরিত্রাভিনয়েও দক্ষতার দরকার হয়। এবং সাগ্নিক সেটা প্রমাণ করেছে।

এছাড়া আর যারা অভিনয়ে ছিলেন তারা হলেন সনাতন কোলে, সৌম্যদীপ মণ্ডল (কমল) অভয় চরিত্রে অসিজিৎ রায় এবং রামদিন এর ভূমিকায় সৌভিক কুইলা। আলো : সৈকত মান্না। আবহ সাগ্নিক কোলে, পোষাক চুমকি ঘোষাল এবং রূপসজ্জায় শম্ভু বারিক। এবং সর্বোপরি প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ কাকলী কোলে ও সনাতন কোলে।

বাই বাই জ্যোতি!

মলয় সুর, চন্দননগর : চন্দননগরের জিটি রোডের তেমাথা মোড়ের কাছে জ্যোতি সিনেমা হল। দীর্ঘ ৭৬ বছরে অসংখ্য হাউস ফুল আবেগের সাক্ষী ছিল হলটি। শেষ কয়েক বছরে বিপুল পরিমান ক্ষতি সামাল দিতে না পেরে শেষমেশ পথচলা শেষ হল এই প্রেক্ষাগৃহের। কলকাতার লেনিন সরণীর জ্যোতি সিনেমার সঙ্গে এখানকার প্রেক্ষাগৃহের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কর্তৃপক্ষের আকস্মিক এই সিদ্ধান্তে পুরনো বাসিন্দাই নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন। অনেকেই এখন পুরনো কথা মনে রেখে স্মৃতি মেদুর হয়ে পড়েন। চন্দননগর জিটি রোড তেমাথা সংলগ্ন মোড়ের কাছে ১৯৪৭ সালের ২৪ জুলাই শুরু জ্যোতি সিনেমার প্রথম শো। ১২০০ আসনের এই প্রেক্ষাগৃহটি ১৬ কাঠা জমির উপর তৈরি করেছিলেন চন্দননগরের ঘটক পরিবার। শোনা যায় কার্যত স্বর্গীয় কার্তিক চন্দ্র ঘটক সিনেমা হলটি তৈরি করেন। এই বংশের ঘটক উপাধি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া। আসল পদবী চট্টোপাধ্যায়। তখনকার দিনে ঘটক পরিবার জমিদার ছিল। তাদের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। এরপর হলটি হস্তান্তরিত হয় করা কলকাতার দুলালের তাল মিছরি প্রস্তুতকারক ও দুলাল চন্দ্র রক্ষিতকে। প্রথম দিকে সিনেমা হলটি ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু এখন মাল্টিপ্লেক্স ওটিটির যুগে সিঙ্গল স্ক্রিনের হলগুলি থেকে মুখ ফিরিয়েছে নতুন প্রজন্ম। সেই আঁচ এসে পড়েছে জ্যোতি সিনেমা হলের উপরও। দিন দিন কমে গিয়েছে দর্শকের সংখ্যা। শেষ কয়েক বছর বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হওয়ায় শেষমেষ হলটি বন্ধ করে বিক্রি করে দিলেন রক্ষিতরা বিক্রি করেন ধনিয়াখালির ব্যবসায়ী প্রয়াত কালীপদ সাহার ছেলেদের। বহু পুরানো এই জ্যোতি সিনেমা হল ভেঙে মাল্টিপ্লেক্স কিংবা অভিজাত মল হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই তার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী সিনেমা হলের সামনেই প্রায় ৭৩ বছরের টালির ছাউনি লাগানো চায়ের দোকান ছিল। দোকানটি চালু করেছিলেন কিশোরচন্দ্র ঘোষ। বর্তমানে তার ছেলে পঞ্চানন ঘোষ দোকানটি চালাচ্ছেন। এরই পাশাপাশি রয়েছে সাইকেল গ্যারেজ। এ প্রসঙ্গে পঞ্চাননবাবু বলেন, এই প্রেক্ষাগৃহে সুপারহিট ছবি আসলেই তাঁর দোকানে দর্শকদের ভিড় বাড়তো। চা দিয়ে শেষ করা যেত না। সেই দিনগুলো এখন স্বপ্ন। তাঁর কথায় চন্দননগরের একটা স্ট্যাটাস সিম্বল ছিল হলটি। চন্দননগর কর্পোরেশনের তালিকাতেও রয়েছে জ্যোতির নাম। এই প্রেক্ষাগৃহে বেশির ভাগ ছবিই বাংলা চলতো। উত্তম জমানায় তো কথাই নেই। তারপর চিরঞ্জিতের বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না থেকে জিতের সাথী, চাঁদের পাহাড়, প্রসেনজিত অভিনিত মনের মানুষ, অনুসন্ধান, সিকন্দর, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর চোখ– এমন কত না সিনেমায় হাউসফুল বোর্ড ঝোলাতে দেখা গেছে। আর সেই সময়ই বহুগুণ বেশি টাকায় ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রিরও সাক্ষী থেকেছেন অনেকে। তাই হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও আর চালাতে পারা গেল না চন্দননগরের প্রিয় জ্যোতি সিনেমা হলটিকে। এই শহর থেকে মুছে যাবে জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহের নামটি। অনেকেই বলছেন এই সব দুঃখ হৃদয়ে চেপে রাখাই ভালো।

মরালী প্রকাশনীর সাহিত্য আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাবিনা ইয়াসমিন, শাবানা মণ্ডল ও ঋতু রাজ গোস্বামীর সঙ্গে জীবনানন্দ সভা ঘরে উপচে পড়া সমস্ত গুণীজন গলা মেলালেন 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'গানের মধ্য দিয়ে গত ৫ অক্টোবরবৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় চলা শুরু হল কলকাতা ১৮/ডি টেমার লেন, কলকাতা ৯ এর মরালী প্রকাশনীর।

মরালী প্রকাশনীর দুটি পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে যার কর্ণধার অধ্যাপক মনোজ মণ্ডলের সঙ্গে আরো দুই গুণীজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিষদের সদস্য বাসুদেব মোশেল ও বাংলা আকাদেমির যতীন সরকার। 'মরালী' পত্রিকা মূলত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, অনুগল্প, রম্য রচনা ইত্যাদি গদ্য বিষয়ের পত্রিকা। এবং 'অন্য প্রজাতি' শুধুমাত্র ছড়া ও কবিতার পত্রিকা। মরালী পত্রিকার সম্পাদক পরিমল মণ্ডল ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক মনোজ মণ্ডল। প্রকাশ করলেন সম্পাদক পরিমল মণ্ডল, বাসুদেব মোশেল, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জালাল উদ্দিন আহমেদ, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় ছিলেন তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'অন্য প্রজাতি' শারদ সংখ্যার সম্পাদক মনোজ মণ্ডল, সহকারি সম্পাদক যতীন সরকার, কার্যনির্বাহী সম্পাদক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশ করেন মনোজ মণ্ডল, যতীন সরকার, সুরঞ্জন মিদ্দে, কৃষ্ণপদ দাস, তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত মজুমদার। দুটি পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করলেন সমস্ত গুণীজনই বক্তব্য রাখেন। বাংলা ভাষা চর্চার উপর দেন অসাধারণ দিকনির্দেশনা। আবৃত্তি করেন কৃষ্ণ পদ দাস ও সুস্মিতা ।

কবিতা পাঠে ছিলেন নিতাই মৃধা, পূর্বাশা মণ্ডল, বিমল দেব, আসাদ আলী, অলক দত্ত, সন্দীপ ব্যানার্জি, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, রিনি নাথ, দেবাংশু মুন্সি, স্বপন মজুমদার, দীনেশ মান্না, চন্দ্রিমা ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঋতু রাজ গোস্বামী, প্রমুখ। সুন্দর বক্তব্য রাখেন ভাঙ্গড় টিবি হাসপাতালের কর্ণধার ও সমাজসেবী আব্দুল ওহাব সাহেব।

শ্রীঅরবিন্দ ও সত্যজিৎ রায় স্মরণে প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : ৬ থেকে ৯ অক্টোবর ২০২৩, কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনে শ্রী অরবিন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল শ্রীঅরবিন্দ ও সমসাময়িক দেশ কাল সমাজ; একটি পুনঃনির্মাণ এবং ফিরে দেখা সত্যজিৎ রায়' অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ প্রদর্শনীর। এই প্রদর্শনীতে 'কলকাতা কথকতা' হোয়াটসঅ্যাপ দলের ২৫ জন প্রথিতযশা সংগ্রাহকেরা তাঁদের মূল্যবান সংগ্রহ থেকে শ্রীঅরবিন্দ ও সত্যজিৎ রায় সংক্রান্ত সংগ্রহ প্রদর্শন করেন এখানে। ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, প্রাক্তন বিচারপতি চিত্তোতোষ মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সচিদানন্দ মোহান্তি। উদ্বোধনের দিন পতাকা সংগ্রাহক শেখর চক্রবর্তী, দেশলাইবাক্স সংগ্রাহক উপল সান্যাল ও ঘড়ি ক্যামেরা সংগ্রাহক তাপস কুমার বসুকে জীবনকৃতি সম্মান জানানো হয়, সাথে দুইজন দুস্থ মেধাবী ছাত্রীকে কিছু সাহায্য ও করা হয়। এই প্রদর্শনীর সঙ্গে আরও জড়িয়ে ছিলেন অরোরা ফ্লিম কর্পোরেশন, ওভারম্যান ফাউণ্ডেশন, কলিকাতা নিউমিসম্যাটিক্স সোসাইটি। প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত অতিথি প্রদর্শক হিসাবে নিমাই ঘোষের ছবি পাওয়া গিয়েছিল তাঁর পুত্র সাত্যিক ঘোষ, সত্যজিৎ রায়ের আলোকচিত্রিক অসিত পোদ্দার, কার্টুন শিল্পী দেবাশিস দেব, বিশিষ্ট সংগ্রাহক পরিমল রায় প্রমুখ। শ্রীঅরবিন্দ ও সত্যজিৎ রায় উভয় বিষয়ের সঙ্গে জড়িত বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর লিখিত গ্রন্থ সকলই বিমল এখানে প্রকাশিত হয় ৭ অক্টোবর। এদিনের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বরুণ চন্দ, অলকানন্দা রায়, বিশ্বশ্রী মলয় রায়, অরিন্দম শীল, বিশ্বনাথ বসু প্রমুখ। প্রদর্শনীর শেষ দিন হাজির ছিলেন বিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, পরিচালক গৌতম ঘোষ, শিল্পী দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সৈকত মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক সুধাংশু শেখর দে প্রমুখ।

এই প্রদর্শনীতে পণ্ডিত অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগ্রাহক অনিন্দ্য কর, অপূর্ব কুমার পাণ্ডা, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধায়, দেবাশিস মুখপাধায়, দেবযানী রায়, ফাল্গুনী দত্ত রায়, জয়ন্ত ঘোষ, মলয় সরকার, ঋদ্ধি গোস্বামী, নবারুণ মল্লিক, প্রসাদরঞ্জন রায়, শীর্ষেন্দু মুখার্জি, সৌভিক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংগ্রাহকের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের চিঠি, নথিপত্র, অন্যান্য বিপ্লবীদের চিঠিপত্র, ছবি, বিপ্লবীদের যুগান্তর খবরের কাগজ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রী মায়ের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, তাঁদের লিখিত চিঠি, নথিপত্র, বই, পত্র–পত্রিকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্মারকপত্র প্রভৃতি দর্শকরা দেখেছেন বিশেষ মনোযোগ সহকারে। প্রদর্শনীতে আরও ছিল সত্যজিৎ রায়ের আঁকা স্কেচ, তাঁর চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন, বুকলেট, পোস্টার, তাঁর লেখা চিঠি, বই, পত্র, পত্রিকা ও অন্যান্য স্মারক প্রভৃতি। প্রদর্শনী নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে কলকাতা কথকতা' দলের কর্ণধার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, আমরা ২০১৬ সাল থেকে এই শ্রীঅরবিন্দ ভবনে বিভিন্ন বিষয় নির্ভর প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছি। শ্রীঅরবিন্দ ভবনের বিশেষ সক্রিয়তায় এমন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হচ্ছে। এবার আমাদের মূল ভাবনায় শ্রীঅরবিন্দ ও সত্যজিৎ রায়। কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক, ঐতিহাসিক, গবেষক, চর্চাকারী, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষদের নিয়ে আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে। আমরা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষায় আগামীদিনেও আরও এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকবো। আমাদের এবারের প্রদর্শনীতে দর্শকদের উৎসাহ দেখে অভিভূত। বাঙলায় এমন সম্মিলিত প্রচেষ্টার উদাহরণ আর দ্বিতীয় আছে বলে মনে হয় না। প্রদর্শনীর চার দিন দর্শকরা বিকালের সময় যে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থিত ছিলেন তা সত্যই অনন্যতার দাবিদার।

শারদীয়া ও দিপাবলীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৌজন্যে

শুভেন্দু ঘোষ

(পঃবঃ সরকারের শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

বজবজ–২, দঃ ২৪ পরগনা

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ধর্ম যার যার — উৎসব সবার

সৌজন্যে

রাজকুমার পরামানিক

সভাপতি

ডি–রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস

এবং উপপ্রধান

ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত

বজবজ–২, দঃ ২৪ পরগনা

আঁতস কাঁচে

সন্তোষে বাংলা

প্রথম ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ের পর দিল্লির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেই আটকে গেলেন শঙ্কর রায়, রানা ঘরামিরা। দিল্লির বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র হয় ম্যাচ। অথচ জয় দিয়েই সন্তোষ ট্রফিতে অভিযান শুরু করে বাংলা। পঞ্জাবের বঙ্গার পিটিআই মেহঙা সিং স্টেডিয়ামে গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারায় ওড়িশাকে। ১৪ মিনিটে বিজয় মুর্মুর গোলে এগিয়ে যায় বাংলা। দ্বিতীয়ার্ধে ৪৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান জিতেন মুর্মু।

সাদিকুকে ছাড়বে

মরসুমের মাঝপথেই সাদিকুকে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বাগান কর্তৃপক্ষ। উয়েফা ইউরো কাপের অন্যতম এক তারকা ফুটবলার তথা আলবেনিয়ান ফুটবল দলের অন্যতম তারকা আর্মান্দো সাদিকুকে চূড়ান্ত করেছিল মোহনবাগান। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, এবার নাকি এই আলবেনিয়ান তারকাকে রিলিজ করতে চাইছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। আসন্ন উইন্টার উইন্ডোতে তাঁকে কনসিডার করে দলের পুরনো তারকা জনি কাউকোকে ফেরাতে চাইছে বাগান শিবির। মনে করা হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

সময় বদলাল

আগামী ২৪ অক্টোবর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের মধ্যে এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের যে ম্যাচ হওয়ার কথা, তার সময় বদলানো হল। ম্যাচটি ওই দিন দুপুরে সাড়ে তিনটে থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ম্যাচটি আরও পিছিয়ে দেওয়া হবে এবং তা শুরু করা হবে রাত সাড়ে ন'টা থেকে। উৎসবের আবহে ম্যাচটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ভুবনেশ্বরে। কিন্তু ওই দিন একই মাঠে ওড়িশাও তাদের হোম ম্যাচ খেলবে মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে এই ম্যাচটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মোহনবাগান ও বসুন্ধরার মধ্যে ম্যাচটি শুরু হবে রাত সাড়ে ন'টা থেকে।

সিএবির সাবকমিটি

নতুন মরসুম অর্থাৎ ২০২৩-২৪ -এ ২৬ টি সাব কমিটি গঠন করল সিএবি। বুধবার সিএবি-এর অ্যাপেক্স কাউন্সিল কমিটির সদস্যরা নতুন ২৬টি সাব কমিটিকে শিলমোহর দিল। ১৪২ সদস্য নিয়ে ২৬টি নতুন সাব কমিটি গঠন করল সিএবি। এই ১৪২ জন কমিটি সদস্যদের মধ্যে আছে এক ঝাঁক প্রাক্তন ক্রিকেটার। বরুণ বর্মন, সাগরময় সেনশর্মা, শরদীন্দু মুখার্জি থেকে অশোক মালহোত্রা, ইন্দুভূষণ রায়, মিন্টু দাস, সঞ্জয় দাস, শুভময় দাসদের বিভিন্ন কমিটিতে রাখা হয়েছে।

বিরাট-রাহুলে জয়

ঘরের মাঠে জয় দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। শুরুতে ব্যাট করে ভারতকে ২০০ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেট হারিয়ে ৪২ ওভারে এই রান টপকে যায় ভারত। তাতে ভারত জেতে ৬ উইকেটে। ২০০ রানের লক্ষ্যে রান তাড়া করতে নেমে ২ রান তুলতেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে রোহিতরা। শূন্য রানেই আউট হয়ে যান ঈশান কিষান, রোহিত শর্মা ও শ্রেয়স আইয়ার। এই পরিস্থিতিতে লনাই শুরু করেন বিরাট ও রাহুল। ম্যাচও জেতান। বিরাট কোহলি করেন ৮৫ রান। কেএল রাহুল অপরাজিত থাকেন ৯৭ রানে।

১২৮ বছর অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে, অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট

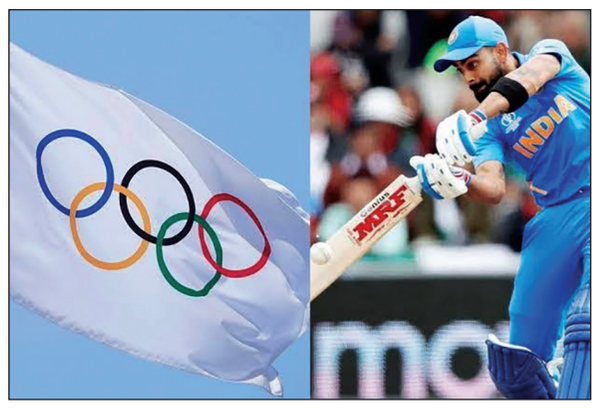

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২৮ বছর পর গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' অর্থাৎ অলিম্পিকে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট। ভাবা যায়! ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে হয়েছিল ম্যাচ। সে'বার গ্রেট ব্রিটেন সোনাও ফ্রেঞ্চ অ্যাথলেটিক ক্লাব ইউনিয়ন রুপো জয় করে। এরপর থেকে কখনোই ক্রিকেট হয়নি অলিম্পিকে। তবে সে অপেক্ষার অবসান হচ্ছে। ২০২৮ এর লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকেই ফিরতে পারে ক্রিকেট। অলিম্পিকে ক্রিকেট ফেরাতে ভারতের মুম্বইয়ে বসছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) বোর্ডের সভা। এই সভাতেই চূড়ান্ত হতে পারে সিদ্ধান্ত। শুধু ক্রিকেটই নয়, বেসবল/সফটবল, ফ্ল্যাগ ফুটবল, ল্যাকরোসে ও স্কোয়াশ এইসব খেলাও ফিরতে চলেছে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে। ২০২৪ অলিম্পিক আসরে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্তির জন্য আইসিসি চেষ্টা করলেও তা আর হয়নি। তবে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্তি অনেকটাই নিশ্চিত। খোদ অলিম্পিক কমিটিই এবার ক্রিকেট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে। তাতে খুশি আইসিসিও। আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে বলেন, 'লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে নতুন খেলা হিসেবে ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশে আমরা উচ্ছ্বসিত। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও আসা বাকি, তবে ১০০ বছর পর ক্রিকেটকে ফের অলিম্পিকে দেখার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' দীর্ঘ ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধানে অলিম্পিকে প্রথমবার ক্রিকেট দেখা অনেক বড় এক মাইলফলক তৈরি হবে। লস অ্যাঞ্জেলসে ক্রিকেট ফিরলেও, তা টি২০ ফরম্যাটেই হবে। ছেলেদের ও মেয়েদের দুই ক্রিকেটেই ছয় দলের টি২০ টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুপারিশ করেছে আইসিসি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা শীর্ষ ছয় দলই খেলবে টুর্নামেন্টে। আইসিসির পক্ষ থেকে টি১০ ও ওয়ানডের জন্যেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যা পরবর্তীতে অলিম্পিক কমিটি বাতিল করে দেয়। মুম্বইয়ের সভাতেই অনুমোদন মিললে ঠিক হয়ে যাবে কোন ফরম্যাটে কীভাবে হতে চলেছে এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ভারত এর আগে দলগত খেলায় হকিতে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স তুলে ধরেছে অলিম্পিকে। এখনও পদক আনার লড়াইয়ে হকির দিকেই তাকিয়ে থাকবে ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। ক্রিকেট যুক্ত হলে ভারত যে দল পাঠাবে আগ্রহী থাকবে তা নিশ্চিত। কারণ, তাতে বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিযোগিতায় পদক সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ কুয়ালালামপুর ও বার্মিংহামে ১৯৯৮ ও ২০২২-এই কমনওয়েলথ গেমসে ক্রিকেট ছিল। এবার এশিয়ান গেমসেও যুক্ত হয় ক্রিকেট।

টুকরো

রোহিতের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোহিত শর্মার রেকর্ডময় ইনিংসে আফগানিস্তানদের উড়িয়ে দিল ভারত। আফগানিস্তানকে ৮ উইকেটে হারায় টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মার সেঞ্চুরির রেকর্ডে ৯০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় ভারত।

আফগানিস্তান প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ৮ উইকেটে ২৭২ রান। জবাবে ৩৫ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় রোহিত ব্রিগেড। তাতে রেকর্ডের বন্যা বইয়ে রোহিতের সেঞ্চুরি (১৩১) ছাড়া হাফসেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকেন বিরাট কোহলিও (৫৫)।

উজ্জ্বল হিটম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আফগানদের বিরুদ্ধে ৬৩ বলের রোহিত শর্মার সেঞ্চুরিতে একাধিক রেকর্ড হয়। রোহিত পেছনে ফেলেছেন কপিল দেবকেও।

এতদিন পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি ছিল ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের। সে বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে ৭২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন কপিল। রোহিত আফগানদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র ৬৩ বলে। বিশ্বকাপে ওপেনারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরিও এখন রোহিতের। ২০০৭ সালে ম্যাথিউ হেডেন ৬৬ বল খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। সে জায়গায় রোহিত খেলেন ৬৩ বল।

এশিয়ান গেমসে সাফল্যের পর মোদীর লক্ষ্য অলিম্পিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ান গেমসে পদক জয়ী অ্যাথলিটদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন প্রত্যেক পদক বিজয়ী অ্যাথলিটের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়ে তাঁদের সরাসরি শুভেচ্ছা জানাবেন। সেই মতোই এশিয়াডে পদক জয়ী অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানাতে মিলিত হলেন মোদী। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এই অনুষ্ঠানে পদকজয়ীদের উদ্দেশ্য মোদী বলেন, '১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের (অ্যাথলিটদের) সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও অর্জনের কারণে সারাদেশে উৎসবের পরিবেশে মুখোরিত হয়েছে। আমাদের দেশে কখনই প্রতিভার অভাব ছিল না কিন্তু বিভিন্ন বাধার কারণে আমাদের ক্রীড়াবিদরা তাঁদের প্রতিভাকে পদকে রূপান্তর করতে পারেননি।' তাঁর সরকারের আমলে ক্রীড়াবিদদের জন্য বিশেষ কী কী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেটাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে মোদী বলেন, 'অ্যাথলিটদের সেরাটা নিশ্চিত করতে সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এবার আমরা ১০০টি পদক জিতেছি। পরের বার, আমরা এই রেকর্ডটি অতিক্রম করব। প্যারিস অলিম্পিকের জন্য আপনার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা বজায় রাখুন।' নিজের বক্তব্যে মোদী আরও উল্লেখ করেন, 'অ্যাথলিটরা তাদের সেরাটা দেওয়ার সবসময় চেষ্টা করেছে। ভারতে প্রতিভার অভাব ছিল না। জেতার ইচ্ছা সবসময় ছিল। তারা আগেও ভাল করত, কিন্তু তাদের পথে অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল। কিন্তু ২০১৪ এর পরে, ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা বিদেশে সেরা প্রশিক্ষণ, সুবিধা পাচ্ছেন। খেলো ইন্ডিয়া, টপসের মতো প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকের জন্য আপনার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা বজায় রাখুন।' একইসঙ্গে মোদী উল্লেখ করেন, 'এই এশিয়ান গেমসে আমরা যে ইভেন্টেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, আমরা সেখানেই পদক জিতেছি। পদকের সংখ্যা বাড়ছে, যা ভারতের জন্য একটি ভালো ইঙ্গিত। আপনারা নতুন পথ খুলে দিয়েছেন, যা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। এই পারফরম্যান্স প্যারিস অলিম্পিকের জন্যও নতুন প্রেরণা দেবে।' ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ভারতের অভিযান শেষ হয়েছে। চিনের মাটিতে দাঁ।য়িই ১০০ পদকের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে ভারতের। এখনও পর্যন্ত এশিয়ান গেমসে এটাই ভারতের সেরা সাফল্য। হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসে ভারত শেষ করে ১০৭টি পদক জিতে। এর মধ্যে সোনা রয়েছে ২৮টি। রুপোর পদক রয়েছে ৩৮টি এবং ব্রোঞ্জ আছে ৪১টি।

১০০ দিনের কাজ করেই গেমসের পদক জেতেন রামবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার এশিয়ান গেমসে একের পর এক রূপকথার কাহিনী রচিত হয়েছে। একাধিক অনামী-অখ্যাত তারকার উত্থানের সাক্ষী থেকেছে ভারত। সেই তালিকায় আছেন উত্তরপ্রদেশের রামবাবুও। রামবাবু যেন এক রূপকথার উপাখ্যান! উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলার বেহুরার মতো এক অখ্যাত গ্রাম থেকে উঠে এসে রামবাবুর লড়াই ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। তিনি ১০০ দিনের কাজে মাটি খোঁড়ার কাজ করেছেন। বাবা ভ্যানচালক, মা নির্মাণকর্মীর কাজ করেন। ভারী বস্তা বয়ে বেড়ান। হোটেলের ওয়েটার থেকে একেবারে সোজা অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাকে পৌঁছে এক রূপকথার কাহিনী লিখেছেন তিনি। এশিয়ান গেমসের ৩৫ কিলোমিটার মিক্সড রেস ওয়াকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ২৪ বছরের রামবাবু এখন রিয়েল লাইফ হিরো। তাঁর গল্পের গোটাটাই দাঁত চাপা লড়াই, হার না মানা জেদ এবং অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের লড়াই। নিজের স্বপ্নকে বাস্তব করতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন তিনি। কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও তিনি হারাননি তাঁর আত্মবিশ্বাস। স্বপ্নকে ছুঁতে করেছেন দিনরাত পরিশ্রম। যার ফলাফল তিনি পেতেও শুরু করেছেন বাস্তবে। করোনার সময়ে সবথেকে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন রামবাবু। প্রতিদিন বেঁচে থাকার কঠোর লড়াই চালানোর পাশাপাশি ছাড়েননি নিজের অনুশীলনও। নিজের জীবন এবং জীবিকার জন্য তিনি বাধ্য হন ওয়েটারের কাজ নিতে। তবে ওয়েটারের কাজ করার আগে তিনি মাটি খোঁড়ার কাজ করেছেন। তবে এতকিছুর মধ্যেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি তিনি। একাগ্র চিত্তে চালিয়ে গিয়েছেন তাঁর স্বপ্নকে সফল করার লড়াই। ১০০ দিনের কাজের পাশাপাশি চালিয়েছেন তাঁর অ্যাথলিট হয়ে ওঠার লড়াই। আর দিনের শেষে যেন ছিনিয়ে নিয়েছেন সাফল্য। সত্যি করেছেন তাঁর স্বপ্নকে। ওয়েটার থেকে অ্যাথলিট হয়ে ওঠার রূপকথার কাহিনীকে বাস্তবের রূপ দিয়েছেন তিনি। দেশে ফিরতেই রামবাবুর জন্য রেলের চাকরির প্রস্তাব। সুন্দর একট ফ্ল্যাটের আয়োজনও করে রেখেছেন রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ডেকেছেন চা-চক্রে। রামবাবুর জীবনটাই বদলে গিয়েছে গেমসের পদক জয়ে।

পৌলমী ঘটক এবার লড়তে পারেন রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার সচিব পদে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসনিক পদে একে একে আসছেন ক্রীড়াবিদরা। গত কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় খেলাধুলোর সঙ্গে এই ছবিটাই দেখা যাচ্ছে। বিসিসিআই সভাপতি পদে এসে ভারতীয় খেলার ছবিটা পাল্টে দিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এখনও বোর্ডের মসনদে যিনি আছেন, সেই রজার বিনিও একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবে। হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে। বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাতেও এখন দেখা যাচ্ছে সেই ছবি। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ও রাজ্যের অন্যতম সফল ক্রিকেটার ছিলেন। এবার প্রশাসনিক পদে লড়তে চলেছেন অলিম্পিয়ান পৌলমী ঘটক। টেবল টেনিসে বাংলার অন্যতম উজ্জ্বল মুখ। জাতীয় পর্যায়ে এক সময় দাপিয়ে বেড়ানো পৌলমীকে এবার লড়তে দেখা যেতে পারে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার নির্বাচনে। এই মুহূর্তে বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থার দুই সচিব শর্মি সেনগুপ্ত ও মাস্ত ঘোষ। এক রাজ্য এক সংস্থা, এই নির্দেশিকার পরই এক ছাতার তলায় চলে আসে রাজ্যের সমস্ত টেবল টেনিস সংস্থাগুলো। চার বছর আগে রাজ্যের সমস্ত টেবল টেনিস সংস্থাগুলোর এক ছাতার তলায় আনা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস সংস্থা এবং বেঙ্গল টেবল টেনিস সংস্থার মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রকাশ্যেও এসেছিল। পরবর্তীতে পরিস্থিতি ঠিক হলেও একটা অদৃশ্য দূরত্ব থেকেই গিয়েছে। সমস্ত টেবল টেনিস সংস্থাগুলো এক ছাতার তলায় আসার পর নতুন নাম হয় বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থা (বিএসটিটিএ)। দেশের সমস্ত খেলাতেই কেন্দ্রের স্পোর্টস কোড কার্যকর করা হয়েছে। যে সংস্থাগুলোয় এখনও কার্যকর হয়নি, তারাও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নয়তো নির্বাসনে পড়তে হচ্ছে সংস্থাগুলোকে। দেশের ক্রীড়া বিধি অনুযায়ী, যে কোনও সংস্থার প্রশাসনিক পদে দুটো টার্মের (৮ বছর) পর কুলিং অফে যেতে হবে সেই কর্তাকে। চার বছর কুলিং অফের পর আবার সেই অফিসিয়াল চার বছরের জন্য (একটা টার্ম) সেই সংস্থায় ফিরতে পারেন। রাজ্যের টেবল টেনিস সংস্থার দুই সচিব শর্মি সেনগুপ্ত এবং মাস্ত ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক পদে রয়েছেন। বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস সংস্থার সচিব পদে আসার আগে ডব্লুবিটিটিএর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন শর্মি। অন্য দিকে ২০০৫ সাল থেকে উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস সংস্থার প্রশাসনিক পদে ছিলেন মাস্ত।

আজব ইচ্ছে! চিপকে মাঠে ঢুকে নিষিদ্ধ হলেন জার্ভো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ বলে কথা! সেখানে নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঠে ঢুকে পড়বে অচেনা কেউ, বারবার ম্যাচে বিঘ্ন ঘটাবে, এসব আর চলবে না। আইসিসি বরদাস্ত করেনি। আর ঠিক সেই কারণেই ড্যানিয়েল জার্ভিস ওরফে জার্ভো ৬৯-কে চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে নিষিদ্ধ করল আইসিসি। চিপকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেই তাঁকে মাঠে দেখা যায়। ভারতের ফিল্ডিংয়ের সময় মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন এই দর্শক। সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায় বিরাট কোহলি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। লোকেশ রাহুলও তাকে মাঠ ছাড়তে বলছিলেন। কিন্তু সে কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপই করছিলেন না জার্ভো। মাঠেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিরাপত্তাকর্মীরা অবশ্য খুব বেশি সময় দেননি জার্ভোকে। দ্রুতই এসে তাকে ঠেলে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে থাকেন। চিপকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে স্টেডিয়াম ছাড়া করে দেওয়া হয়। এরপরই প্রবল সমালোচনা শুরু হয়। এমনকী নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের বিশাল লোহার গ্রিল ঠিক কী কারণে করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে নেটিজেনদের মধ্যে। এই ঘটনার পরেই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। ড্যানিয়েল জার্ভিস নামের এই দর্শকের এমন কাণ্ড অবশ্য এবারই প্রথম নয়। এরজন্য জেলেও যেতে হয়েছে। এর আগে জার্ভো ২০২১ সালে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে ভারতের জার্সি পরে পরপর তিনবার মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন।

তখন নিজেকে রীতিমতো ভারতের খেলোয়াড় বলেও দাবি করে বসেন। সিরিজের লিডস টেস্টে রোহিত শর্মা আউট হলে হেলমেট ও প্যাড পরে ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামতে দেখা যায়। দেখে মনে হচ্ছিল, ভারতীয় ব্যাটারই মাঠে নেমেছেন। পরে তাকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়েছিল। এরপরেও থামেননি তিনি। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক হলেও তিনি ভারতের ক্রিকেটের ভক্ত। নিরাপত্তাকর্মীদের চোখে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে জার্ভোর কুখ্যাতি রয়েছে। ব্রিটিশ প্র্যাঙ্কস্টার চিপকে যখন মাঠে ঢুকে পড়েন তখন তিনি পরেছিলেন ভারতের বিশ্বকাপ জার্সি। যেন টুয়েলভ ম্যান! সেখানে যথারীতি জার্ভো ৬৯ নম্বর লেখা ছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে পরিচিত পিচ 'ইনভেডার' তিনি। ভাল সাবস্ক্রাইবারও আছে। শুধু ক্রিকেট নয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবল এবং এমনকী আমেরিকার ন্যাশনাল ফুটবল লিগের খেলাতেও তিনি মাঠে ঢুকে পড়ার কুকীর্তি ঘটিয়েছিলেন।

মার্টিনেজ এসেছিলেন বাগানে, এবার ইস্টবেঙ্গলে আসছেন রোনাল্ডিনহো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্জেন্টিনার গত কাতার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমি মার্টিনেজকে এনে বড় চমক দেয় মোহনবাগান ক্লাব। এবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চমক দিতে চলেছে ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য রোনাল্ডিনহোকে এনে। আগামী ১৫ অক্টোবর রোনাল্ডিনহোকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন শতদ্রু দত্ত। কলকাতায় তিনিই মার্টিনেজকে এনেছিলেন। এবার আনছেন রোনাল্ডিনহোকে। আগামী ১৫, ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর এই ৩ দিন রোনাল্ডিনহো কলকাতায় থাকবেন। এই সময়েই ইস্টবেঙ্গল ইনভেস্টর ইমামি গোষ্ঠী বাইপাসের এক হোটেলে ডিনার পার্টির আয়োজন করবেন। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের পুরো ফুটবল দল থেকে শুরু করে কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত থাকবেন। যদিও মোহনবাগান ক্লাবে এসেছিলেন মার্টিনেজ। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে রোনাল্ডিনহো আসবেন না বলেই খবর।

তবে ভারতে তিনি এই প্রথম আসছেন না। এর আগে ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর পুনেতে এসেছিলেন, ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশ করেছিলেন রোনাল্ডিনহো ভার্সেস এলিয়েন্স মুভির। ২০১৬ সালে ২৪ জানুয়ারি কোঝিকোড়ে এসেছিলেন রোনাল্ডিনহো। নাগজি ফুটসল প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এরপর ওই বছরই ফের ভারতে আসেন রোনাল্ডিনহো। ১৩ জুলাই চেন্নাইয়ে পৌঁছন প্রিমিয়ার ফুটসল লিগে অংশ নেওয়ার জন্য। গোয়া ফাইভের অধিনায়ক হিসাবে চেন্নাইয়ের নেহরু ইনডোর স্টেডিয়ামে নেমেছিলেন বল পায়ে। বার্সেলোনার প্রাক্তন কিংবদন্তি ২০১৭ সালেও ভারতে এসেছিলেন। সেবার মুম্বইয়ে।

কবিতা লিখছেন

কালীকৃষ্ণ গুহ, দেবদূত মুখার্জী, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, অদীপ ঘোষ, সুনন্দ ভৌমিক, শিবরাম বিশ্বাস, বলদেব দাস ও আরও অনেকে

প্রবন্ধ লিখেছেন

ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, ড. জয়ন্ত চৌধুরী, শ্যামলী বসু, মধুময় পাল, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অভীক চট্টোপাধ্যায়, গৌতমরঞ্জন বসু ও আরও অনেকে

নাটক : তৃষ্ণা বসাক

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতদ্রু মজুমদার, অনিন্দিতা মণ্ডল, সুকুমার মণ্ডল, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, সহ আরও অনেকে

পৌরাণিক আখ্যান : প্রণব গুহ

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধৃষ্য কুমার, নিখিলরঞ্জন প্রামাণিক, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত হয়েছে...

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com